... ৭৩তম সংবিধান-সংশোধনী অনুসারে, সারা ভারতে স্থানীয় ... চালু হয়। ... পঞ্চায়েত ও পৌর প্রশাসন গড়ে তোলা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ১৯৭৮ সালে ত্রিস্তরবিশিষ্ট পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু করা হয়।

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর

1. পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার বিবরণ দাও। *(Give a description of local self-government in West Bengal.)*

উত্তর

পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা

পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা দুটি ভাগে বিভক্ত। যথা—① গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা এবং ② পৌর স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা।

① **গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা:** পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে ত্রিস্তরবিশিষ্ট পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বিদ্যমান। যথা—গ্রামপঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলাপরিষদ।

1 গ্রামপঞ্চায়েত:

① **গঠন:** সাধারণত কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি গ্রামপঞ্চায়েত গঠিত হয়। গ্রামবাসীদের সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গ্রামপঞ্চায়েতের সদস্যরা নির্বাচিত হন। ২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (দ্বিতীয় সংশোধনী) আইন অনুসারে, বর্তমানে প্রতিটি গ্রামপঞ্চায়েতে তপশিলি জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির (OBC, এই শ্রেণিভুক্ত মুসলিম-সহ) জন্য তাদের জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওইসব সংরক্ষিত আসনের মধ্যে অন্তত ৫০ শতাংশ তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এ ছাড়া গ্রামপঞ্চায়েতের মোট আসনসংখ্যার অন্তত ৫০ শতাংশ (তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন-সহ) মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে।

② **ক্ষমতা ও কার্যাবলি:** গ্রামপঞ্চায়েতের কার্যাবলি প্রধানত তিন প্রকার। সেগুলি হল [i] বাধ্যতামূলক কাজ, [ii] স্বেচ্ছাধীন কাজ ও [iii] অর্পিত কাজ। বাধ্যতামূলক কাজের মধ্যে রয়েছে পানীয় জল সরবরাহ, পথঘাট তৈরি ও সংস্কার, মহামারি প্রতিরোধ ইত্যাদি। স্বেচ্ছাধীন কাজের মধ্যে রয়েছে হাটবাজার স্থাপন, নলকূপ খনন ও মেরামতি, রাস্তাঘাট আলোকিতকরণ ইত্যাদি। এ ছাড়া অর্পিত কাজের মধ্যে আছে সেচ, ভূমিসংস্কার, কুটিরশিল্প, প্রাথমিক, সামাজিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রভৃতি। উল্লিখিত বিষয়গুলি ছাড়া গ্রামপঞ্চায়েত কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে পারে। এ ছাড়া সরকারের অনুমোদন নিয়ে ন্যায় পঞ্চায়েত গঠন করার কথাও বলা হয়েছে।

2 পঞ্চায়েত সমিতি:

① **গঠন:** ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার দ্বিতীয় বা মধ্যবর্তী স্তরে প্রতি ব্লকে একটি করে পঞ্চায়েত সমিতি রয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতি যেসব সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয় তাঁরা হলেন—[i] সংশ্লিষ্ট ব্লকের প্রতিটি গ্রাম থেকে নির্বাচিত অনধিক ৩ জন সদস্য, [ii] সংশ্লিষ্ট ব্লকের গ্রামপঞ্চায়েতগুলির প্রধান, (পদাধিকারবলে), [iii] ব্লক এলাকার বিধানসভা ও লোকসভার নির্বাচিত সদস্য, [iv] ব্লক এলাকায়

বসবাসকারী রাজ্যসভার সদস্য এবং [v] ব্লক এলাকায় জেলাপরিষদের নির্বাচিত সদস্য (সভাধিপতি ও সহ-সভাধিপতি বাদে)। অবশ্য কোনো মন্ত্রী পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হতে পারেন না। গ্রামপঞ্চায়েতের নির্বাচনে যে পদ্ধতিতে তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (OBC, এই শ্রেণিভুক্ত মুসলিম-সহ) এবং মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নির্বাচনেও আসন সংরক্ষণে সেই একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ ৫ বছর। সমিতির কার্যনির্বাহক হিসেবে কাজ করেন ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (BDO)। পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচিত সদস্যরা নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে সভাপতি ও একজনকে সহকারী সভাপতি হিসেবে নির্বাচন করেন। সভাপতি পদাধিকারবলে পঞ্চায়েত সমিতির প্রশাসনিক কর্তা, তাঁর নেতৃত্বে পঞ্চায়েত সমিতির সমস্ত কাজকর্ম পরিচালিত হয়। পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে কয়েকটি স্থায়ী সমিতি কাজ করে। এ ছাড়া প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতিতে একটি করে ব্লক সংসদ গঠন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির আয়ের প্রধান উৎস হল রাজ্য সরকারের দেওয়া ভূমিরাজস্বের অংশ, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দেওয়া ঋণ, জেলাপরিষদ বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অর্থসাহায্য ও অনুদান ইত্যাদি।

② **ক্ষমতা ও কার্যাবলি:** প্রতিটি ব্লক এলাকায় গ্রামপঞ্চায়েতের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন করা পঞ্চায়েত সমিতির প্রধান কাজ।

3 জেলাপরিষদ:

① **গঠন:** পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার তৃতীয় ও শীর্ষ স্তরে রয়েছে জেলাপরিষদ। পদাধিকারবলে জেলার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা জেলাপরিষদেরও সদস্য। জেলা থেকে নির্বাচিত লোকসভা ও বিধানসভার সদস্যরা এবং জেলায় বসবাসকারী রাজ্যসভার সদস্যরাও জেলাপরিষদের সদস্য হিসেবে বিবেচিত হন। এ ছাড়া জেলার প্রতিটি ব্লক থেকে অনধিক ৩ জন করে সদস্য সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের মাধ্যমে জেলাপরিষদে নির্বাচিত হন। প্রসঙ্গত বলা যায়, কোনো মন্ত্রী জেলাপরিষদের সদস্য হতে পারেন না। গ্রামপঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির পদ্ধতিতেই জেলা-পরিষদে তপশিলি জাতি, উপজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (OBC, এই শ্রেণিভুক্ত মুসলিম-সহ) এবং মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। জেলাপরিষদের কার্যকালের মেয়াদ ৫ বছর। জেলাপরিষদের নির্বাচিত সদস্যরা তাঁদের প্রথম সভায় নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে সভাধিপতি এবং অন্য একজনকে সহকারী সভাধিপতি হিসেবে নির্বাচন করেন। সভাধিপতি হলেন জেলাপরিষদে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। তিনি জেলাপরিষদের প্রশাসনিক প্রধান। জেলাপরিষদের কার্যনির্বাহক রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। জেলাশাসক (District Magistrate) এই পদে নিযুক্ত থাকেন। জেলাপরিষদের অধীনেও কয়েকটি স্থায়ী সমিতি রয়েছে। এ ছাড়া জেলাপরিষদের অধীনে একটি জেলা সংসদ গঠনের সংস্থান রাখা হয়েছে। জেলাপরিষদের আয়ের প্রধান উৎস হল কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ঋণ ও অনুদান, পথকর ও পূর্তকর থেকে প্রাপ্ত অর্থ, জরিমানা বা অর্থদণ্ড থেকে আদায়ীকৃত অর্থ ইত্যাদি।

② **ক্ষমতা ও কার্যাবলি:** জেলাপরিষদের প্রধান কাজ হল পঞ্চায়েত সমিতিগুলি রচিত বিভিন্ন প্রকল্পের সমন্বয়সাধন; কৃষি, জনস্বাস্থ্য, বয়স্কশিক্ষা, জল সরবরাহ প্রভৃতি বিষয়ক পরিকল্পনার যথাযথ রূপায়ণ; জেলার উন্নয়নে রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দেওয়া ইত্যাদি। এ ছাড়া রাজ্য সরকার জেলার উন্নয়নের জন্য অন্য যে-কোনো কাজের দায়িত্ব জেলাপরিষদকে দিতে পারে।

পৌর স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা:

1 **পৌরসভার গঠন:** নতুন পৌর আইনে (১৯৯৪) পৌর অঞ্চলগুলিকে কয়েকটি ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়েছে। নতুন আইনে পৌরসভার সদস্যরা কাউন্সিলার নামে আখ্যায়িত হয়েছেন। সংশ্লিষ্ট পৌর অঞ্চলের সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে কাউন্সিলাররা নির্বাচিত হন। নতুন আইনে প্রতিটি পৌরসভার মোট জনসংখ্যার আনুপাতিক হার অনুযায়ী, তপশিলি জাতি ও উপজাতির জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওইসব সংরক্ষিত আসনের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ আসন তপশিলি জাতি ও উপজাতি

মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। তা ছাড়া প্রতিটি পৌরসভার মোট আসনসংখ্যার অন্তত এক-তৃতীয়াংশ (তপশিলি জাতি ও উপজাতি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন-সহ) মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের পৌর আইনে (১৯৯৪) পৌরসভার কাজকর্ম পরিচালনার জন্য তিনটি কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে—① পৌর পরিষদ, ② সপরিষদ চেয়ারম্যান এবং ③ চেয়ারম্যান। পৌর পরিষদ সমস্ত নির্বাচিত কাউন্সিলারদের নিয়ে গঠিত হয়। পৌর পরিষদের কার্যকালের মেয়াদ ৫ বছর। অন্যদিকে, সপরিষদ চেয়ারম্যান পৌরসভার চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এবং কাউন্সিলারদের মধ্যে কয়েকজনকে নিয়ে গঠিত হয়। পৌরসভার প্রধান হলেন চেয়ারম্যান। সমগ্র পৌরপ্রশাসন তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাকে। পৌর পরিষদ এবং সপরিষদ চেয়ারম্যানের সভায় সভাপতিত্ব করেন চেয়ারম্যান। তাঁর কার্যকালের মেয়াদ ৫ বছর। এই তিনটি কর্তৃপক্ষ ছাড়া বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন (সংশোধনী, ২০০২) অনুসারে ছয় ধরনের কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে। সেগুলি হল [i] ওয়ার্ড কমিটি, [ii] বরো কমিটি, [iii] যৌথ কমিটি, [iv] স্থায়ী কমিটি, [v] ঐতিহ্য সংরক্ষণ সম্পর্কিত কমিটি এবং [vi] বিশেষ কমিটি।

2 **পৌরসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলি:** পৌরসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—① বাধ্যতামূলক কাজ, ② স্বেচ্ছাধীন কাজ এবং ③ অর্পিত কাজ। বাধ্যতামূলক কার্যাবলির মধ্যে চারটি প্রধান কাজ স্থান পেয়েছে—[i] প্রশাসনিক কাজ, [ii] উন্নয়নমূলক কাজ, [iii] জনকল্যাণমূলক কাজ এবং [iv] জনস্বাস্থ্য-সম্পর্কিত কাজ। স্বেচ্ছাধীন কাজগুলির মধ্যে ৪১টি বিষয় স্থান পেয়েছে, যেমন—পানীয় জল সরবরাহ, হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের বিকাশসাধন প্রভৃতি। অন্যদিকে, অর্পিত কার্যাবলির তালিকায় উল্লিখিত ১৭টি বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নগর পরিকল্পনা, ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ, বনসৃজন, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ ইত্যাদি।

2. পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার বিবরণ দাও। *(Give a description of rural self-government in West Bengal.)*

অথবা, পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতরাজ ব্যবস্থার বিবরণ দাও। *(Give a description of Panchayet-raj in West Bengal.)*

উত্তর

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী রাজ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু রয়েছে—① গ্রাম স্তরে **গ্রামপঞ্চায়েত**, ② ব্লক স্তরে **পঞ্চায়েত সমিতি** এবং ③ জেলা পর্যায়ে **জেলাপরিষদ**।

1 **গ্রামপঞ্চায়েত:**

① **গঠন:** সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গ্রামপঞ্চায়েত সদস্যরা নির্বাচিত হন। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট গ্রামপঞ্চায়েত থেকে নির্বাচিত পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা (সভাপতি/সহ-সভাপতি বাদে) গ্রামপঞ্চায়েতের সদস্যরূপে গণ্য হন। ২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত (দ্বিতীয় সংশোধনী) আইন অনুসারে, বর্তমানে প্রতিটি গ্রামপঞ্চায়েতে তপশিলি জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির জন্য (OBC, এই শ্রেণিভুক্ত মুসলিম-সহ) তাদের জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওইসব সংরক্ষিত আসনের মধ্যে অন্তত ৫০ শতাংশ তপশিলি জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এ ছাড়া গ্রামপঞ্চায়েতের মোট আসনসংখ্যার অন্তত ৫০ শতাংশ (তপশিলি জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন-সহ) মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত।

ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (BDO) কর্তৃক আহূত গ্রামপঞ্চায়েতের প্রথম সভায় সদস্যরা নিজেদের মধ্যে থেকে প্রধান ও উপপ্রধানকে নির্বাচন করেন। প্রধান ও উপপ্রধানের কার্যকালের মেয়াদ ৫ বছর। গ্রামপঞ্চায়েতের প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রধানের ওপর ন্যস্ত রয়েছে। তাঁর অনুপস্থিতিতে উপপ্রধান পঞ্চায়েত প্রশাসনের কাজকর্ম পরিচালনা করেন। প্রতি মাসে অন্তত একবার গ্রামপঞ্চায়েতের সভা আহ্বান করা হয়। গ্রামপঞ্চায়েতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে গ্রাম সংসদ, গ্রামসভা ও গ্রাম উন্নয়ন কমিটি।

[i] গ্রাম সংসদ: প্রত্যেক গ্রামপঞ্চায়েতের নির্বাচনকেন্দ্রের সব ভোটারদের নিয়ে একটি গ্রাম সংসদ গঠনের কথা বলা হয়েছে। গ্রাম সংসদকে যেসব কাজকর্মের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল এলাকার বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও পরামর্শ দান, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রকল্প রূপায়ণের জন্য নীতি নির্ণয় ইত্যাদি।

[ii] গ্রামসভা: গ্রাম সংসদ ছাড়াও গ্রামসভা গঠনের কথা ১৯৯৪ সালের পঞ্চায়েত (সংশোধনী) আইনে বলা হয়েছে। প্রতিটি গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় সব ভোটারদের নিয়ে গ্রামসভা গঠিত হয়। গ্রামপঞ্চায়েতের বাজেট, বার্ষিক পরিকল্পনা, সর্বশেষ অডিট, গ্রামপঞ্চায়েতের বিগত বছরের হিসাব, কাজকর্মের বিবরণ ইত্যাদি নিয়ে গ্রামসভায় পর্যালোচনা করা হয়।

[iii] গ্রাম উন্নয়ন কমিটি: পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (সংশোধনী) আইন ২০০৩ অনুসারে, প্রতিটি গ্রাম সংসদ এলাকায় গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। গ্রামবাসীদের ইচ্ছা অনুসারে গ্রামপঞ্চায়েতগুলি যাতে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা রূপায়ণ করে তা দেখাই গ্রাম উন্নয়ন কমিটির প্রধান কাজ।

② **ক্ষমতা ও কার্যাবলি:** গ্রামপঞ্চায়েতের কার্যাবলির তিনটি ভাগ রয়েছে। সেগুলি হল [i] বাধ্যতামূলক কাজ, [ii] স্বেচ্ছাধীন কাজ এবং [iii] অর্পিত কাজ।

[i] বাধ্যতামূলক কাজ: গ্রামপঞ্চায়েতের বাধ্যতামূলক কাজকর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল (a) পানীয় জল সরবরাহ, (b) জনস্বাস্থ্য রক্ষা, (c) ময়লা নিষ্কাশন ও জলনিকাশির ব্যবস্থা করা, (d) মহামারি প্রতিরোধ, (e) জলাধার পরিষ্কার করা।

[ii] স্বেচ্ছাধীন কাজ: স্বেচ্ছাধীন কাজকর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল (a) বৃক্ষরোপণ, কূপ, পুষ্করিণী এবং দীঘি খনন; (b) সমবায় উদ্যোগে উৎসাহ দান; (c) কুটিরশিল্পের উন্নতিবিধান; (d) অনগ্রসর শ্রেণির (তপশিলি জাতি, উপজাতি-সহ) জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ ইত্যাদি।

[iii] অর্পিত কাজ: গ্রামপঞ্চায়েতের অর্পিত কার্যাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল (a) প্রথা- বর্হির্ভূত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা; (b) গ্রামীণ ঔষধালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রসূতিসদন ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন; (c) ফেরিঘাটের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ; (d) কৃষি উন্নয়ন ও ভূমিসংস্কার কর্মসূচি রূপায়ণ ইত্যাদি।

এ ছাড়াও সরকারের অনুমোদন নিয়ে গ্রামপঞ্চয়েত একটি ন্যায়পঞ্চায়েত গঠন করতে পারে।

2 পঞ্চায়েত সমিতি:

① **গঠন:** ত্রিস্তর পঞ্চায়েতব্যবস্থার দ্বিতীয় স্তরে প্রতি ব্লকে একটি করে পঞ্চায়েত সমিতি রয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা হলেন [i] ব্লকের অন্তর্গত প্রতি গ্রাম থেকে নির্বাচিত অনধিক ৩ জন সদস্য, [ii] ব্লকের অন্তর্গত সব গ্রামপঞ্চায়েতগুলির প্রধান (পদাধিকার বলে), [iii] ব্লক এলাকার বিধানসভা ও লোকসভার নির্বাচিত সদস্য, [iv] ব্লক এলাকায় বসবাসকারী রাজ্যসভার সদস্য, [v] ব্লক এলাকায় নির্বাচিত জেলাপরিষদের সদস্যগণ (সভাপতি ও সহ-সভাপতি বাদে)। গ্রামপঞ্চায়েতের নির্বাচনে যে পদ্ধতিতে তপশিলি জাতি, উপজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি এবং মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচনে আসন সংরক্ষণের অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ ৫ বছর। সমিতির কার্যনির্বাহক হিসেবে কাজ করেন ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক। সমিতির সদস্যরা নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে সভাপতি ও অন্য একজনকে সহকারী সভাপতি হিসেবে নির্বাচন করেন। সভাপতির নেতৃত্বে পঞ্চায়েত সমিতির সমস্ত কাজ পরিচালিত হয়।

পঞ্চায়েত সমিতিতে কয়েকটি স্থায়ী সমিতি রয়েছে। এগুলি মূলত অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্ষুদ্রশিল্প প্রভৃতি বিষয়ক। প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতির সঙ্গে একটি করে সমন্বয় সমিতি যুক্ত করা হয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির কাজকর্মের সঙ্গে স্থায়ী সমিতিগুলির কাজকর্মের সমন্বয়সাধন করে থাকে সমন্বয় সমিতি। এ ছাড়া, প্রতিটি সমিতিতে একটি করে ব্লক সংসদ গঠন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

② **ক্ষমতা ও কার্যাবলি:** ব্লক এলাকায় গ্রামপঞ্চায়েতগুলির বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা পঞ্চায়েত সমিতির প্রধান কাজ। রাজ্য সরকার প্রয়োজন মনে করলে অন্য যে-কোনো কাজ পঞ্চায়েত সমিতির হাতে অর্পণ করতে পারে।

3 জেলাপরিষদ:

① **গঠন:** ত্রিস্তর পঞ্চায়েতব্যবস্থার তৃতীয় এবং শীর্ষ স্তরে রয়েছে জেলাপরিষদ। জেলাপরিষদের সদস্যারা হলেন [i] প্রতিটি ব্লক থেকে নির্বাচিত অনধিক ৩ জন সদস্য, [ii] জেলা থেকে নির্বাচিত বিধানসভা ও লোকসভার সদস্য, [iii] জেলায় বসবাসকারী রাজ্যসভার সদস্য, [iv] জেলার পঞ্চায়েত সমিতিগুলির সভাপতি (পদাধিকারবলে)। গ্রামপঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিতে যে পদ্ধতিতে তপশিলি জাতি, উপজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি এবং মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়, একইভাবে জেলাপরিষদের সংরক্ষণ ব্যবস্থা বহাল রয়েছে। জেলাপরিষদের কার্যকালের মেয়াদ ৫ বছর।

নির্বাচনের পর জেলাপরিষদের প্রথম সভায় সদস্যরা নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে সভাধিপতি এবং অন্য একজনকে সহকারী সভাধিপতি হিসেবে নির্বাচন করেন। সভাধিপতি হলেন জেলাপরিষদের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। তিনি জেলাপরিষদের প্রশাসনিক কর্তা। জেলাপরিষদের কার্যনির্বাহক রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এই পদে নিযুক্ত থাকেন। জেলাপরিষদের অধীনেও কয়েকটি স্থায়ী সমিতি রয়েছে। সেগুলি হল [i] অর্থ, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা; [ii] জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ; [iii] পূর্ত ও পরিবহন; [iv] কৃষি, সেচ ও সমবায়; [v] শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া বিষয়ক স্থায়ী সমিতি। জেলাপরিষদের অধীনে একটি জেলা সমন্বয় সমিতি রয়েছে। জেলাপরিষদের কাজকর্মের সঙ্গে বিভিন্ন স্থায়ী সমিতির কাজের সমন্বয়সাধন করা জেলা-সমন্বয় সমিতির প্রধান কাজ। পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (সংশোধনী) আইনে (২০০৩) প্রতিটি জেলা পরিষদে একটি করে জেলা সংসদ গঠন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

② **ক্ষমতা ও কার্যাবলি:** বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির রচিত প্রকল্পগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন করে জেলাপরিষদ। জেলার উন্নয়ন নিয়ে রাজ্য সরকারকে পরামর্শও দিতে পারে জেলাপরিষদ। কৃষি, জনস্বাস্থ্য, বয়স্কশিক্ষা, জল সরবরাহ প্রভৃতি বিষয়ে পরিকল্পনার যথাযথ রূপায়ণ করে জেলাপরিষদ। রাজ্য সরকার জেলাপরিষদকে অন্য কাজের দায়িত্বও দিয়ে থাকে।

● **মূল্যায়ন:** পঞ্চায়েত ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ ও গ্রামীণ মানুষের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে গান্ধিজি পঞ্চায়েতরাজ প্রতিষ্ঠায় সবিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। সংবিধানে গান্ধিজির স্বপ্নকে রূপায়িত করার জন্য নির্দেশমূলকনীতিতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলা হয়। বহু পরে ১৯৯২ সালে ৭৩তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সারা ভারতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে সাংবিধানিক মর্যাদা দেওয়া হয়। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৮ সালে রাজ্য সরকার পঞ্চায়েত-সংক্রান্ত আইন প্রবর্তন করেন। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গ্রামীণ জীবনে যে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন আনতে সমর্থ হয়েছে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গ্রামীণ মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রক্রিয়ায় গ্রামের বিশেষত তপশিলি জাতি, উপজাতির মহিলারা যেভাবে পঞ্চায়েত প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন তা এক নতুন রাজনৈতিক তথা আর্থসামাজিক মাত্রা সংযোজন করেছে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বদান সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে একটি উল্লম্ব সামাজিক সচলতার সৃষ্টি করেছে। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার এসব ইতিবাচক দিক গ্রামীণ জীবনের পটপরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে।

তবে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার দায়বদ্ধতাকে আরও গণমুখী করা দরকার। বিশেষত গ্রাম সংসদ ও গ্রামসভাকে সক্রিয়ভাবে উজ্জীবিত করা প্রয়োজন। কোনোরকম দলীয় আনুগত্য ছাড়া পঞ্চায়েতের আরও সার্বিকভাবে গ্রামীণ মানুষের জন্য কাজ করা দরকার। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের যে মূলনীতি পঞ্চায়েতের আদর্শ তাকে বাস্তবায়িত করতে গেলে গ্রামীণ মানুষের শিক্ষা ও সচেতনতার বৃদ্ধি প্রয়োজন। জেলাপরিষদ রাজ্য সরকারি অনুদান ও ঋণের ওপর নির্ভরশীল। কিছু নিজস্ব আয়ও পরিষদের আছে। পরিষদের বাজেট রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক।

প্রশ্ন 3. পশ্চিমবঙ্গের গ্রামপঞ্চায়েতের গঠন ও কার্যাবলি আলোচনা করো। (*Discuss the composition and functions of the Gram Panchayet in West Bengal.*)

উত্তর

▼ গ্রামপঞ্চায়েত গঠন

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী রাজ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু রয়েছে। জেলা পর্যায়ে জেলাপরিষদ, ব্লক স্তরে পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম স্তরে **গ্রামপঞ্চায়েত**। প্রতিটি গ্রামের জন্য একটি করে গ্রামপঞ্চায়েত কাজ করে চলেছে। এখানে গ্রাম বলতে সংলগ্ন কয়েকটি গ্রামকে বোঝানো হয়। সাধারণত কমপক্ষে ১৫ থেকে ৩০ জন সদস্য নিয়ে গ্রামপঞ্চায়েত গঠিত হয়। সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গ্রামপঞ্চায়েত সদস্যরা নির্বাচিত হন। প্রতিটি গ্রামপঞ্চায়েতকে ৩ থেকে ১৪টি নির্বাচন কেন্দ্রে ভাগ করা হয়। এক-একটি কেন্দ্র থেকে সর্বাধিক ৩ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়। ২০১১ সালের পশ্চিবঙ্গ পঞ্চায়েত (দ্বিতীয় সংশোধনী) আইন অনুসারে, বর্তমানে প্রতিটি গ্রামপঞ্চায়েতে তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির (OBC, এই শ্রেণিভুক্ত মুসলিম-সহ) জন্য তাদের জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওইসব সংরক্ষিত আসনের মধ্যে অন্তত ৫০ শতাংশ তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এ ছাড়া গ্রামপঞ্চায়েতের মোট আসনসংখ্যার অন্তত ৫০ শতাংশ (তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন-সহ) মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে।

◆ **সদস্যদের যোগ্যতা:** গ্রামপঞ্চায়েতের সদস্য হতে গেলে যেসব যোগ্যতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—① প্রার্থীর পঞ্চায়েত সমিতি, জেলাপরিষদ বা পৌরসভার সদস্যপদে আসীন থাকা চলবে না। ② কোনো সরকারি পদে আসীন থাকা বা পঞ্চায়েতি সংস্থার কর্মী বা কোনো সমবায় বা সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মী হওয়া চলবে না। ③ ৬ মাসের বেশি যাঁরা কারাদণ্ড ভোগ করেছেন তাঁরাও গ্রামপঞ্চায়েতের সদস্য হতে পারবেন না। ④ দেউলিয়া বা বিকৃত মস্তিষ্ক হওয়া চলবে না। ⑤ গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার নির্ধারিত কর, শুল্ক বা মাশুল বকেয়া রেখেছেন এমন ব্যক্তি গ্রামপঞ্চায়েতের সদস্য হতে পারবেন না।

◆ **কার্যকাল ও অপসারণ:** গ্রামপঞ্চায়েতের সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ ৫ বছর। ১৯৯২ সালের পঞ্চায়েত সংশোধনী আইন অনুযায়ী রাজ্য সরকার যদি মনে করেন যে, এমন কোনো বিশেষ পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে যার ফলে গ্রামপঞ্চায়েতের কোনো এলাকা বা তার কোনো অংশের নির্বাচন করানো সম্ভব নয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট গ্রামপঞ্চায়েতের কার্যকালের মেয়াদ অতিরিক্ত ৬ মাস বাড়ানো যেতে পারে। কার্যকাল শেষ হওয়ার আগে যে-কোনো সদস্য ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে পদত্যাগপত্র পেশ করতে পারেন। গ্রামপঞ্চায়েতের সদস্যদের অপসারণের ব্যাপারে মহকুমা শাসককে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। যেসব কারণের জন্য মহকুমা শাসক গ্রামপঞ্চায়েতের কোনো সদস্যকে অপসারণ করতে পারেন তার মধ্যে রয়েছে—ফৌজদারি অপরাধের জন্য ৬ মাসের বেশি কারাদণ্ড ভোগ, বিনা অনুমতিতে একাদিক্রমে গ্রামপঞ্চায়েতের তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকা, কোনো বকেয়া কর, শুল্ক বা ফি না দেওয়া।

◆ **প্রধান, উপপ্রধান নির্বাচন:** নির্বাচনের পর প্রতিটি গ্রামপঞ্চায়েতের প্রথম সভা আহ্বান করেন ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (BDO)। এই সভায় গ্রামপঞ্চায়েতের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে প্রধান এবং অন্য একজনকে উপপ্রধান হিসেবে নির্বাচন করেন। ১৯৯২ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (সংশোধনী) আইন অনুযায়ী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহ-সভাপতি ছাড়া সংশ্লিষ্ট গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচিত সদস্যরাও গ্রামপঞ্চায়েতের সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন। প্রধান বা উপপ্রধানরা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে পারেন। গ্রামপঞ্চায়েতের সদস্যরা প্রধান ও উপপ্রধানকে অপসারণ করতে পারেন। এজন্য পঞ্চায়েতের বিশেষ সভা আহ্বান করা হয়। এই সভায় প্রধান বা উপপ্রধান উপস্থিত থাকতে পারলেও তাঁরা সভার কাজ পরিচালনা করতে পারেন না। গ্রামপঞ্চায়েতের মোট সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভোটে অপসারণ-সংক্রান্ত প্রস্তাব পাস হলে প্রধান বা উপপ্রধানকে পদচ্যুত করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ৭৩তম সংবিধান-সংশোধনী আইনের (১৯৯২) সঙ্গে সমতা রেখে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের ক্ষেত্রে 'দলত্যাগ বিরোধী' আইন প্রয়োগের জন্য রাজ্য সরকার ১৯৯৪ সালে একটি আইন প্রণয়ন করেছেন।

প্রধান ও উপপ্রধানের ক্ষমতা: গ্রামপঞ্চায়েতের প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রধানের ওপর ন্যস্ত রয়েছে। তাঁর অনুপস্থিতিতে উপপ্রধান পঞ্চায়েত প্রশাসনের কাজকর্ম পরিচালনা করেন। প্রত্যেক মাসে অন্তত একবার গ্রামপঞ্চায়েতের সভা আহ্বান করা হয়। সভার কাজ পরিচালনা করার জন্য অন্তত মোট সদস্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশকে উপস্থিত থাকতে হয়। এই সংখ্যা ন্যূনতম ৩ জন হওয়া আবশ্যক। একে কোরাম বলা হয়। গ্রামপঞ্চায়েতের প্রতিটি সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধান। তাঁর অনুপস্থিতিতে উপপ্রধান সভা পরিচালনা করেন। দুজনে একসঙ্গে অনুপস্থিত থাকলে উপস্থিত সদস্যদের মধ্য থেকে একজন সভাপতিত্ব করেন। গ্রামপঞ্চায়েতের আর্থিক ও প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা, পঞ্চায়েতের দলিলপত্রাদি সংরক্ষণ, পঞ্চায়েতের নিজস্ব কর্মচারী ও রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রেরিত কর্মচারীদের কাজকর্ম তদারকি করার দায়িত্ব প্রধানের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। ১৯৯২ সালের পঞ্চায়েত আইনে প্রধান এবং উপপ্রধানকে কিছু সম্মানদক্ষিণা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রামপঞ্চায়েতের প্রশাসনিক কাজকর্মে সহায়তা করার জন্য রাজ্য সরকার বা রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট কোনো কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিযুক্ত একজন কর্মসচিব রয়েছে। এ ছাড়া গ্রামপঞ্চায়েতের অধীনে দফাদার, চৌকিদার প্রমুখ কর্মচারী থাকেন। একজন করে কর্মসহায়ক নিয়োগের ব্যবস্থাও গ্রামপঞ্চায়েতের রয়েছে।

গ্রাম সংসদ: ১৯৯৪ সালের পঞ্চায়েত (সংশোধনী) আইন অনুসারে প্রত্যেক গ্রামপঞ্চায়েতের নির্বাচন কেন্দ্রে সব ভোটারদের নিয়ে একটি গ্রাম সংসদ গঠনের কথা বলা হয়েছে। গ্রামপঞ্চায়েতের নির্বাচন স্থান, তারিখ ও সময় অনুযায়ী কমপক্ষে বছরে ২ বার (মে এবং নভেম্বর মাসে) প্রধান বা উপপ্রধানের সভাপতিত্বে গ্রাম সংসদের সভা অনুষ্ঠিত হবে। গ্রাম সংসদের গৃহীত প্রস্তাবগুলি গ্রামপঞ্চায়েত যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে। গ্রাম সংসদের হাতে যেসব কাজকর্মের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল এলাকার বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও উপদেশ দান, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রকল্প রূপায়ণের জন্য নীতি নির্ণয়, বিভিন্ন ধরনের দারিদ্র্যদূরীকরণ কর্মসূচির জন্য 'Benificiary Committee' গঠন, বয়স্কশিক্ষা, সমাজকল্যাণ, পরিবারকল্যাণ ও শিশুকল্যাণের জন্য গণ-উদ্যোগ গ্রহণ, গ্রামপঞ্চায়েতের সদস্য ও প্রধানের সম্পাদিত কাজকর্মের মূল্যায়ন ইত্যাদি।

গ্রাম উন্নয়ন সমিতি: পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্য বিধানসভায় পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত সংশোধনী বিল (২০০৩) অনুমোদন করে পঞ্চায়েতের উন্নয়নের স্বার্থে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তা ছাড়া এই সংশোধনীতে গ্রাম সংসদের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত পরিকল্পনাগুলিকে বাধ্যতামূলকভাবে রূপায়ণ করার জন্য গ্রাম উন্নয়ন সমিতির প্রতি নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

গ্রামসভা: ১৯৯৪ সালের পঞ্চায়েত (সংশোধনী) আইনে গ্রাম সংসদ ছাড়াও গ্রামসভা গঠনের কথা বলা হয়েছে। প্রতিটি গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার সব ভোটারদের নিয়ে গ্রামসভা গঠিত হয়। প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে গ্রামসভার বার্ষিক সভা আহ্বান করা হয়। প্রধান বা উপপ্রধান এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। গ্রামপঞ্চায়েতের বাজেট, বার্ষিক পরিকল্পনা, সর্বশেষ অডিট, গ্রামপঞ্চায়েতের বিগত বছরের আয়ব্যয়ের হিসাব, কাজকর্মের বিবরণ ইত্যাদি নিয়ে গ্রামসভায় পর্যালোচনা করা হয়। এ ছাড়া গ্রাম সংসদের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি নিয়েও গ্রামসভা বিচারবিবেচনা করে থাকে।

▼ গ্রামপঞ্চায়েতের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

গ্রামপঞ্চায়েতের কার্যাবলির মধ্যে যে বিষয়গুলি রয়েছে তাদের প্রকৃতি হল গ্রাম উন্নয়নমূলক। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ① পানীয় জল সরবরাহ, ② জনস্বাস্থ্য রক্ষণাবেক্ষণ এবং জলনিষ্কাশন, ③ মহামারি প্রতিরোধ, ④ জনগণের ব্যবহার্য পুকুর সংরক্ষণ, ⑤ গ্রাম উন্নয়নে শ্রমদান, ⑥ পথঘাট তৈরি ও সংস্কার, ⑦ পশুচারণ ভূমি, শ্মশানঘাট ও কবরখানা সংরক্ষণ, ⑧ ন্যায়পঞ্চায়েত গঠন ও নিজস্ব তহবিল নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন প্রভৃতি। এসব কাজ গ্রামপঞ্চায়েতের বাধ্যতামূলক কাজের আওতায় পড়ে। এ ছাড়া কিছু অর্পিত কাজ ও স্বেচ্ছাধীন কাজ রয়েছে। অর্পিত কাজের মধ্যে আছে দাতব্য চিকিৎসালয়, ফেরিঘাট, সেচ, ভূমিসংস্কার, কুটিরশিল্প, প্রাথমিক সামাজিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রভৃতি। এ ছাড়া স্বেচ্ছাধীন কাজের মধ্যে রয়েছে হাটবাজার স্থাপন, নলকূপ, রাস্তাঘাট, আলোর ব্যবস্থা করা, পাঠাগার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি।

উল্লিখিত বিষয়গুলি ছাড়া গ্রামপঞ্চায়েত কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে পারে। কোনো জনকল্যাণ সাধনের কাজে একাধিক গ্রামপঞ্চায়েত যুক্ত হয়ে কমিটি গঠন করে প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন তৈরি করতে পারে।

জেলাপরিষদ যে-কোনো কাজের দায়িত্ব দিলে গ্রামপঞ্চায়েত তা করতে পারে। রাজ্য সরকার যে-কোনো সরকারি ভূসম্পত্তির পরিচালনার দায়িত্ব দিলে গ্রামপঞ্চায়েত তা পালন করতে পারে ইত্যাদি।

সরকারের অনুমোদন নিয়ে গ্রামপঞ্চায়েত একটি ন্যায়পঞ্চায়েত গঠন করতে পারে। ন্যায়পঞ্চায়েতের সদস্যরা গ্রামপঞ্চায়েত সদস্য কর্তৃক নির্বাচিত হন। এই বিচারপতিদের সংখ্যা ৫ জন। এঁরা নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নির্বাচিত করেন। কোনো পর্যায়ের পঞ্চায়েত সদস্য বিচারক পদে প্রার্থী হতে পারবেন না। রাজ্য সরকার এঁদের পদচ্যুত করতে পারেন। ছোটোখাটো দেওয়ানি এবং ফৌজদারি মামলার ন্যায়বিচার পঞ্চায়েতেও হতে পারে।

গ্রামপঞ্চায়েতের অর্থনৈতিক ক্ষমতার উৎস হল কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অনুদান, সাহায্য ও ঋণ। এ ছাড়া জমি ও বাড়ির কর, পেশা ও বৃত্তি কর, জনগণ ও প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে প্রাপ্ত অর্থ, জরিমানা থেকে প্রাপ্ত অর্থ ইত্যাদিও পঞ্চায়েতের আয়ের উৎস। পঞ্চায়েত এলাকায় সম্পত্তি হস্তান্তর ও আমোদপ্রমোদের ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প ডিউটি বাবদও কিছু অর্থ আদায় করা হয়। এ ছাড়া পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলাপরিষদ গ্রামপঞ্চায়েতকে অর্থ-সাহায্য দিতে পারে।

উপসংহার: পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গ্রামীণ জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন আনতে পেরেছে। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গ্রামীণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বদান সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে একটা উল্লম্ব সামাজিক সচলতা (Vertical Social Mobility) সৃষ্টি করেছে।

প্রশ্ন 4. পশ্চিমবঙ্গে জেলাপরিষদের গঠন ও কার্যাবলি পর্যালোচনা করো। *(Explain the composition and functions of the Zilla Parishad in West Bengal.)*

অথবা, পশ্চিমবঙ্গে জেলাপরিষদের গঠন ও কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করো। জেলাপরিষদের আয়ের প্রধান উৎস কী কী? *(Describe the composition and functions of the Zilla Parishad in West Bengal. What are the main sources of income of Zilla Parishad?)*

উত্তর

জেলাপরিষদের গঠন

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার তৃতীয় এবং শীর্ষ স্তরে রয়েছে জেলাপরিষদ। ১৯৮৩, ১৯৮৪ এবং ১৯৯২ সালের (সংশোধনী) আইন অনুযায়ী জেলাপরিষদের গঠন ও কার্যাবলি নির্ধারিত হয়েছে। রাজ্য সরকার প্রতিটি জেলার নাম অনুসারে একটি করে জেলাপরিষদ গঠন করেন। যাঁদের নিয়ে জেলাপরিষদ গঠিত হয় তাঁরা হলেন (1) পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিবৃন্দ (পদাধিকারবলে), (2) জেলা থেকে নির্বাচিত লোকসভা এবং বিধানসভার সদস্য, (3) জেলায় বসবাসকারী রাজ্যসভার সদস্য এবং (4) প্রতিটি ব্লক থেকে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত অনধিক ৩ জন সদস্য। পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (দ্বিতীয় সংশোধনী) আইন ২০১১ অনুসারে জেলাপরিষদে তপশিলি জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি ছাড়াও মহিলাদের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুরূপ পদ্ধতিতে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জেলাপরিষদের সভাধিপতি ও সহকারি সভাধিপতির পদও এভাবে সংরক্ষিত হবে। প্রসঙ্গত বলা যায়, কোনো মন্ত্রী জেলাপরিষদের সদস্য হতে পারেন না।

কার্যকাল ও পদচ্যুতি: জেলাপরিষদের সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ ৫ বছর। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, পদাধিকারবলে যাঁরা জেলাপরিষদের সদস্য হন তাঁদের ক্ষেত্রে ৫ বছর কার্যকালের নিয়ম প্রযোজ্য নয়। কার্যকাল শেষ হওয়ার আগে কোনো সদস্য পদত্যাগ করলে বা তার মৃত্যু হলে সংশ্লিষ্ট পদটি শূন্য হয়। সদস্যদের পদচ্যুতও করা যায়। নতুন পঞ্চায়েত আইন অনুসারে যেসব কারণে সদস্যদের পদচ্যুত করা যায় সেগুলি হল নীতিভ্রষ্টতা, ৬ মাসের বেশি সময় কারাদণ্ডে দণ্ডিত হওয়া, কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার বা কোনো স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অধীনে নিজে সরাসরি অথবা অংশীদারের মাধ্যমে ব্যবসায় যুক্ত হওয়া, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বা স্বায়ত্তশাসিত কোনো প্রতিষ্ঠানের অধীনে চাকরিতে যোগ দেওয়া, কর না দেওয়া, আদালত কর্তৃক দেউলিয়া বা বিকৃত মস্তিষ্ক ঘোষিত হওয়া, আগাম অনুমতি না নিয়েই জেলাপরিষদের তিনটি সভায় পর পর উপস্থিত না হওয়া ইত্যাদি। প্রসঙ্গত বলা যায়, পদাধিকারবলে যারা জেলাপরিষদের সদস্য হন তাঁদের পদচ্যুতির কোনো ব্যবস্থা নতুন পঞ্চায়েত আইনে উল্লেখ করা হয়নি।

সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি: নতুন গঠিত জেলাপরিষদের প্রথম সভায় জেলাপরিষদের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে সভাধিপতি এবং অন্য একজনকে সহকারী সভাধিপতি হিসেবে নির্বাচিত করেন। পদাধিকারবলে যাঁরা জেলাপরিষদের সদস্য হন তাঁরা এই দুটি পদে নির্বাচিত হতে পারেন না। সভাধিপতি এবং সহকারী সভাধিপতির কার্যকালের মেয়াদ ৫ বছর। মেয়াদ শেষের আগে তাঁরা স্ব-ইচ্ছায় পদত্যাগ করতে পারেন। অন্যদিকে, তাঁদের পদচ্যুতও করা যায়। জেলাপরিষদের এক বিশেষ সভায় উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে পদচ্যুতির প্রস্তাব গৃহীত হলে অভিযুক্ত সভাধিপতি বা সহ-সভাধিপতি পদচ্যুত হন। অবশ্য এই সভায় যাঁর বিরুদ্ধে পদচ্যুতির প্রস্তাব গৃহীত হয় তিনি সভার কাজ পরিচালনা করতে পারেন না। নতুন পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী, জেলাপরিষদের সভাধিপতি এবং সহসভাধিপতি পূর্ণ সময়ের জন্য পদে নিযুক্ত হন। পদে আসীন থাকাকালীন তাঁরা অন্য কোনো চাকরি বা পেশায় নিযুক্ত হতে পারেন না।

সভাধিপতি হলেন জেলাপরিষদের প্রশাসনিক কর্তা। প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ কর্তৃত্বসম্পন্ন পদাধিকারিরূপে জেলাপরিষদের সভাধিপতি পদমর্যাদার দিক থেকে রাজ্য সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রীর সমতুল্য। জেলাপরিষদের যাবতীয় নথিপত্রাদি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সভাধিপতির। তিনি পরিষদের আর্থিক এবং প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব পালন করেন। সভাধিপতি জেলাপরিষদের কর্মচারীদের নিয়োগ করেন, তাঁদের কাজকর্মের নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধানও তিনি করে থাকেন। রাজ্য সরকার যেসব আধিকারিকদের জেলাপরিষদের অধীনে কাজ করার জন্য নিযুক্ত করেন তাঁদের প্রশাসনিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব সভাধিপতির হাতে অর্পণ করা হয়েছে। সভাধিপতির অনুপস্থিতিতে সহকারী সভাধিপতি দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া সভাধিপতি কর্তৃক অর্পিত কাজের দায়িত্ব সহকারী সভাধিপতিকে পালন করতে হয়।

কার্যনির্বাহী আধিকারিক: জেলাপরিষদের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য একজন কার্যনির্বাহী আধিকারিক রয়েছেন। তিনি রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। তাকে সহায়তা করার জন্য প্রত্যেক জেলাপরিষদে একজন করে অতিরিক্ত কার্যনির্বাহী আধিকারিক থাকেন। এই আধিকারিকরা সর্বভারতীয় প্রশাসন বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী (IAS Officer)। এঁরা জেলাশাসক এবং অতিরিক্ত জেলাশাসকের পদমর্যাদা ভোগ করেন। জেলাপরিষদের একজন কর্মসচিব থাকেন। বর্তমানে তিনি রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। এ ছাড়া সরকারের আগাম অনুমতি নিয়ে জেলাপরিষদ প্রয়োজনমতো অন্যান্য কর্মচারীদের নিযুক্ত করে। কার্যনির্বাহী আধিকারিকের প্রধান কাজ হল জেলাপরিষদের কর্মচারীদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করা। কার্যনির্বাহী আধিকারিকের অপসারণ দাবি করে পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করলে রাজ্য সরকার সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে প্রত্যাহার করে নিতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত সংশোধনী আইন (২০০৩) অনুসারে, প্রতিটি জেলাপরিষদে একটি করে জেলা সংসদ গঠন করার কথা বলা হয়েছে। জেলা সংসদের বৈঠকে জেলাপরিষদের যাবতীয় হিসাব, বাজেট এবং অডিট রিপোর্ট পেশ করা হয়।

স্থায়ী কমিটি: প্রত্যেক জেলাপরিষদে কয়েকটি স্থায়ী কমিটি বা স্থায়ী সমিতি রয়েছে। এসব সমিতির মাধ্যমে জেলাপরিষদের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনার পর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বর্তমানে পরিষদের স্থায়ী কমিটির সংখ্যা ১০। এগুলি হল ① অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা; ② জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ; ③ পূর্ত ও পরিবহন; ④ কৃষি, সেচ ও সমবায়; ⑤ শিক্ষা-সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া; ⑥ ক্ষুদ্রশিল্প ও ত্রাণ; ⑦ বন ও ভূমিসংস্কার; ⑧ মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ; ⑨ খাদ্য ও সরবরাহ; ⑩ বিদ্যুৎ অচিরাচরিত শক্তি। এ ছাড়া জেলাপরিষদ রাজ্য সরকারের অনুমোদন নিয়ে অন্যান্য ক্ষেত্রেও স্থায়ী সমিতি গঠন করতে পারে। পদাধিকারবলে জেলাপরিষদের সভাধিপতি প্রতিটি স্থায়ী সমিতির সদস্য। সভাধিপতি ছাড়া পরিষদের সদস্যদের নিজেদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত ৩ থেকে ৫ জন সদস্য এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত অনধিক ৩ জন সদস্যকে নিয়ে প্রতিটি স্থায়ী সমিতি গঠিত হয়। সভাধিপতি এবং সহ-সভাধিপতি ছাড়া আর কেউ ২টির বেশি স্থায়ী সমিতির সদস্য হতে পারেন না। জেলাপরিষদের সচিব পদাধিকারবলে প্রত্যেক স্থায়ী সমিতির সচিব। এ ছাড়া প্রতিটি স্থায়ী সমিতির সদস্যরা নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে সভাপতি হিসেবে নির্বাচন করেন, তাঁকে কর্মাধ্যক্ষ বলা হয়। জেলাপরিষদের স্থায়ী সমিতিগুলির কার্যকালের মেয়াদ ৫ বছর।

আয়ের উৎস: পঞ্চায়েত আইনে জেলাপরিষদের আয়ের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। জেলাপরিষদের আয়ের মুখ্য উৎসগুলি হল কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান, রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ভূমিরাজস্বের অংশ, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ঋণ, পরিষদের নিজস্ব সম্পদ বন্ধক রেখে গৃহীত ঋণ, পথকর ও পূর্তকর থেকে আয়, জেলাপরিষদ দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয়, হাসপাতাল, ঔষধালয়, কলকারাখানা, প্রতিষ্ঠান এবং ঘরবাড়ি থেকে আয়, দান বা সাহায্য বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান ও অছি থেকে প্রাপ্ত অর্থ, জরিমানা থেকে সংগৃহীত অর্থ, খেয়া, যানবাহন ও পথ আলোকিত করার জন্য আদায়ীকৃত কর প্রভৃতি। জেলাপরিষদের বাজেট রাজ্য সরকারের দ্বারা অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। রাজ্য সরকারের অনুমোদন ছাড়া জেলাপরিষদ কোনো অর্থ ব্যয় করতে পারে না।

জেলাপরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

জেলাপরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ① কৃষি ও পশুপালন, কুটিরশিল্প, সমবায় আন্দোলন, জল সরবরাহ, সেচ, জনস্বাস্থ্য, হাসপাতাল, যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রাথমিক ও বয়স্কশিক্ষা, সামাজিক কল্যাণ ইত্যাদি। বিভিন্ন বিষয়ে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। ② রাজ্য সরকার কর্তৃক ন্যস্ত যে-কোনো প্রকল্প নির্বাহ বা কর্তব্য সম্পাদন অথবা যে-কোনো প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করলে সেই দায়িত্ব পালন করা। ③ গ্রামীণ হাটবাজার, রক্ষণাবেক্ষণ, সাধারণ পাঠাগার, বিদ্যালয় ও অন্যান্য জনকল্যাণ সংস্থাকে অনুদান প্রদান, বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদান, গ্রামপঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিকে অনুদান প্রদান করা। ④ মহামারি প্রতিরোধ, আর্তদের জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা করা। ⑤ রাজ্য সরকারের মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন রাস্তাঘাট, খাল, সেতু, খেয়াঘাট, ঘরবাড়ি বা অন্যান্য সম্পত্তির পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কোনো রাস্তা, খাল, ঘাট, পুকুর, সেতুর দেখাশোনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করা। ⑥ মহামারির সময় অর্থসাহায্য, পঞ্চায়েত সমিতির বাজেট পরীক্ষা ও অনুমোদন এবং প্রয়োজনে পার্শ্ববর্তী জেলাপরিষদের সঙ্গে যৌথভাবে কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ⑦ গ্রামপঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির কাজকর্মের তদারকি, প্রয়োজনমতো তা নিয়ন্ত্রণ করা।

মূল্যায়ন: গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান হিসেবে জেলাপরিষদের কাজকর্ম প্রশাসনিক স্তরে সীমাবদ্ধ নয়। বস্তুত, জেলাপরিষদ সমগ্র জেলার সামগ্রিক আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে থাকে। এভাবে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের নীতির সঙ্গে সংগতি রেখে জেলার সার্বিক উন্নয়নের দায়িত্ব জেলার জনপ্রতিনিধিদের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। তবে জেলাপরিষদের নিজস্ব আয়ের সংস্থান অত্যন্ত সীমিত হওয়ায় রাজ্য সরকারের অনুদান ও ঋণের ওপর নির্ভর করে চলতে হয়। এই কারণে জেলাপরিষদের নিজস্ব সম্পদ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

নতুন পঞ্চায়েত আইনে পঞ্চায়েতের ওপর আর্থিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার জন্য রাজ্য সরকার কর্তৃক অর্থ কমিশন গঠন ও অডিটর নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, আইনবিদ, প্রশাসন ও রাজনীতিবিদদের নিয়ে অর্থ কমিশন গঠিত হয়। কমিশনের কার্যকাল ১ বছর, প্রয়োজন হলে রাজ্য সরকার আরও ৬ মাস তা বাড়াতে পারেন। গ্রামপঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলাপরিষদের আর্থিক অবস্থা বিচারবিবেচনা করে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা কমিশনের প্রধান কাজ। রাজ্য সরকার অর্থ কমিশনের সুপারিশ সংশোধন-সহ বা বিনা সংশোধনে গ্রহণ করতে পারেন।

প্রশ্ন **5. পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত সমিতির গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা করো। *(Discuss the composition, power and functions of the Zilla Parishad in West Bengal.)***

উত্তর

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত সমিতির গঠন

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার দ্বিতীয় স্তরে প্রতি ব্লকে একটি করে পঞ্চায়েত সমিতি রয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা হলেন ① ব্লকের অন্তর্গত প্রতিটি গ্রাম থেকে নির্বাচিত অনধিক ৩ জন সদস্য, ② ব্লকের অন্তর্গত গ্রাম-পঞ্চায়েতগুলির প্রধানরা (পদাধিকারবলে), ③ ব্লক এলাকার বিধানসভা ও লোকসভার নির্বাচিত সদস্যরা, ④ ব্লক এলাকায় বসবাসকারী রাজ্যসভার সদস্য, ⑤ ব্লক এলাকায় নির্বাচিত জেলাপরিষদের সদস্যরা (সভাধিপতি ও সহসভাধিপতি বাদে)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কোনো মন্ত্রী পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হতে পারেন না।

প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতিতে তপশিলি জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির (OBC, এই শ্রেণিভুক্ত মুসলিম-সহ) জন্য তাদের জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওইসব সংরক্ষিত আসনের মধ্যে অন্তত ৫০ শতাংশ তপশিলি জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। এ ছাড়া পঞ্চায়েত সমিতির মোট আসনসংখ্যার ৫০ শতাংশ (তপশিলি জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন-সহ) মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ ৫ বছর। সমিতির কার্যনির্বাহক হিসেবে কাজ করেন ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক। সমিতির সদস্যরা নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে সভাপতি ও অন্য একজনকে সহকারী সভাপতি হিসেবে নির্বাচন করেন। সভাপতি পঞ্চায়েত সমিতির প্রশাসনিক কর্তা। তাঁর নেতৃত্বে সমিতির সমস্ত কাজকর্ম পরিচালিত হয়। পঞ্চায়েত সমিতির সঙ্গে স্থায়ী সমিতি, সমন্বয় সমিতি ও ব্লক সংসদ যুক্ত রয়েছে।

1. **স্থায়ী সমিতি:** পঞ্চায়েত সমিতিতে কয়েকটি দফতরভিত্তিক স্থায়ী সমিতি থাকে। সেগুলি হল অর্থ, কৃষি, সেচ, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা, সমবায়, পূর্ত ও পরিবহন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্ষুদ্রশিল্প, প্রাণীসম্পদ বিকাশ, খাদ্য ও সরবরাহ, ভূমিসংস্কার, জনকল্যাণ ও ত্রাণ প্রভৃতি। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহকারী সভাপতি, ৩ থেকে ৫ জন নির্বাচিত সদস্য এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত আধিকারিক ও বিশেষজ্ঞদের (প্রয়োজন অনুসারে) নিয়ে ৫ বছরের জন্য এই স্থায়ী কমিটিগুলি গঠিত হয়। প্রতিটি সমিতিতে একজন কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।

2. **সমন্বয় সমিতি:** প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতিতে একটি করে সমন্বয় সমিতি রয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহ-সভাপতি, প্রতিটি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ এবং পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারীককে নিয়ে সমন্বয় সমিতি গঠিত হয়। পঞ্চায়েত সমিতির কাজকর্মের সঙ্গে অন্যান্য স্থায়ী সমিতির এবং বিভিন্ন স্থায়ী সমিতির পারস্পরিক কাজের সমন্বয়সাধন করা পঞ্চায়েত সমন্বয় সমিতির প্রধান কাজ।

3. **ব্লক সংসদ:** পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত সংশোধনী আইন (২০০৩) অনুসারে প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতিতে একটি করে ব্লক সংসদ গঠন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির সব সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট ব্লকের সব গ্রামপঞ্চায়েতের সদস্যদের নিয়ে ব্লক সংসদ গঠিত হয়। পঞ্চায়েত সমিতির বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপায়ণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচার-সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে সমিতিকে উপদেশ ও পরামর্শ দেওয়া ব্লক সংসদের প্রধান কাজ। এ ছাড়া পঞ্চায়েত সমিতিকে যাবতীয় হিসাব, বাজেট ও অডিট রিপোর্ট ইত্যাদি পেশ করার দাবি জানাতে পারে ব্লক সংসদ।

▼ পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষমতা ও কার্যাবলি

পঞ্চায়েত সমিতির হাতে যেসব কাজের দায়িত্ব রয়েছে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ① সংশ্লিষ্ট ব্লক এলাকার গ্রামপঞ্চায়েতগুলির উন্নয়ন প্রকল্পগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন; ② সংশ্লিষ্ট ব্লক এলাকার গ্রামপঞ্চায়েতগুলির বাজেট পরীক্ষা ও অনুমোদন; ③ কৃষি পশুপালন, কুটিরশিল্প, সামাজিক উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরিকল্পনা গ্রহণ বা আর্থিক সাহায্য প্রদান; ④ রাজ্য সরকার কর্তৃক আরোপিত যে-কোনো পরিকল্পনা বা কার্যক্রম রূপায়ণ; ⑤ আর্ত ও পীড়িতদের জন্য ত্রাণের ব্যবস্থাপনা; ⑥ পঞ্চায়েত সমিতির হাতে কয়েকটি বিশেষ দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে, সেগুলি হল রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্দেশিত রাস্তা, সেতু, খেয়াঘাট প্রভৃতির নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা, হাটবাজার স্থাপনে লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স ফি আদায়, গ্রামপঞ্চায়েতগুলির স্থাবর সম্পত্তি পরিদর্শন ইত্যাদি।

প্রশ্ন **6.** **পশ্চিমবঙ্গে মিউনিসিপ্যালিটির গঠন ও কার্যাবলি আলোচনা করো। (*Discuss the composition and functions of the Municipality in West Bengal.*)**
অথবা, পশ্চিমবঙ্গে মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌরসভার কার্যাবলি ও আয়ের উৎসগুলি আলোচনা করো। এই সংস্থাগুলির মূল সমস্যা কী কী? (*Discuss the functions and sources of income of the Municipalities in West Bengal. What are the main problems of those institutions?*)

উত্তর

▼ পৌরসভার গঠন

ছোটো শহরগুলির স্বায়ত্তশাসন, পৌরসভার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে কলকাতা, চন্দননগর, হাওড়া, আসানসোল, দুর্গাপুর ও শিলিগুড়ি—এই ৬টি বড়ো শহর ছাড়া অন্যান্য শহরগুলির স্বায়ত্তশাসন পরিচালনার

ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে দেওয়া হয়েছে। পূর্বোক্ত ৬টি বড়ো শহরের ক্ষেত্রে এই ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট শহরের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মোট পৌরসভার সংখ্যা হল ১১৪। পশ্চিমবঙ্গের পৌরসভাগুলি (প্রাথমিক পর্বে) বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন (১৯৩২) অনুসারে পরিচালিত হত। ৭৪তম সংবিধান-সংশোধন আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ১৯৯৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ পৌর বিল পাস হয়েছে। রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভের পর আইনটি ১৯৯৪ সালের ১ জুন থেকে কার্যকর হয়।

- **শ্রেণিবিভাগ:** পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন (১৯৯৪) অনুযায়ী পৌরসভাগুলিকে ক, খ, গ, ঘ, ঙ—এই পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। ২০০২ সালে এই আইন সংশোধিত হওয়ার ফলে ২ লক্ষ ১৫ হাজারের বেশি অধিবাসীদের নিয়ে 'ক' শ্রেণি, ১ লক্ষ ৭০ হাজার থেকে ২ লক্ষ ১৫ হাজার অধিবাসীদের নিয়ে 'খ' শ্রেণি, ৮৫ হাজার থেকে ১ লক্ষ ৭০ হাজার অধিবাসীদের নিয়ে 'গ' শ্রেণি, ৩৫ হাজার থেকে ৮৫ হাজার অধিবাসীদের নিয়ে 'ঘ' শ্রেণি এবং অনধিক ৩৫ হাজার অধিবাসীদের নিয়ে 'ঙ' শ্রেণির পৌরসভা গঠিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। নতুন পৌর আইনে পৌর অঞ্চলগুলিকে কতকগুলি ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়েছে। তবে কোনো পৌরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা ৯-এর কম হবে না। ক, খ, গ, ঘ এবং ঙ শ্রেণির পৌরসভাগুলির ওয়ার্ড সংখ্যা ৩৫, ৩০, ২৫, ২০ থেকে ১৫-এর বেশি হবে না।

- **সদস্যদের নির্বাচন ও আসন সংরক্ষণ:** নতুন আইনে পৌরসভার সদস্যরা কাউন্সিলার নামে আখ্যায়িত হয়েছে। সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে কাউন্সিলাররা নির্বাচিত হন। পৌর অঞ্চলের ১৮ বছর বয়সী সব অধিবাসী এই নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার ভোগ করেন। নতুন আইনে প্রতিটি পৌরসভার মোট জনসংখ্যার আনুপাতিক হার অনুযায়ী তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওইসব সংরক্ষিত আসনের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ আসন তপশিলি জাতি ও উপজাতির মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। তা ছাড়া প্রতিটি পৌরসভার মোট আসনসংখ্যার অন্তত এক-তৃতীয়াংশ (তপশিলি জাতি ও উপজাতির মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন-সহ) মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত।

- **কাউন্সিলার পদের যোগ্যতা:** নতুন পৌর আইনে কাউন্সিলার পদপ্রার্থীদের কতকগুলি যোগ্যতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলি হল—① সংশ্লিষ্ট পৌর অঞ্চলের ভোটদাতা হতে হবে; ② অন্তত ২১ বছর বয়সী হতে হবে; ③ দেউলিয়া ও বিকৃত মস্তিষ্ক হওয়া চলবে না; ④ অন্য কোনো পৌরসভা, পৌর-প্রতিষ্ঠান বা যে-কোনো পঞ্চায়েত বা মহকুমা পরিষদের সদস্য থাকা যাবে না; ⑤ পৌরসভার কোনো লাভজনক পদে বা চাকরিতে অধিষ্ঠিত থাকা এবং কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার বা পৌরসভা থেকে বেতন গ্রহণ করা যাবে না।

- **বিবিধ কর্তৃপক্ষ:** নতুন আইনে পৌরসভার কাজকর্ম পরিচালনার জন্য তিনটি কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে— ① পৌর পরিষদ, ② সপরিষদ চেয়ারম্যান এবং ③ চেয়ারম্যান। পৌর পরিষদ বলতে বোঝায় নির্বাচিত সব কাউন্সিলারবৃন্দ বা The Board of Councillors। পৌর পরিষদের কার্যকাল ৫ বছর। প্রথম অধিবেশনে পরিষদের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত করেন। সপরিষদ চেয়ারম্যান পৌরসভার চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এবং বিভিন্ন শ্রেণির পৌরসভার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংখ্যক কাউন্সিলারদের নিয়ে গঠিত হয়। অন্যদিকে, চেয়ারম্যান হলেন পৌরসভার প্রধান কার্যনির্বাহক। সমগ্র পৌর প্রশাসন তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাকে। পৌর পরিষদ এবং সপরিষদ চেয়ারম্যানের সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন। তাঁর কার্যকালের মেয়াদ ৫ বছর।

- **বিবিধ কমিটি:** পূর্বোক্ত তিনটি কর্তৃপক্ষ ছাড়াও পৌর আইনে চার ধরনের কমিটি গঠনের কথা বলা হয়। ২০০২ সালে পশ্চিমবঙ্গ পৌর (সংশোধনী) আইনে পৌরসভাগুলির অধীনে ছয় ধরনের কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে—① ওয়ার্ড কমিটি, ② বড়ো কমিটি, ③ যৌথ কমিটি, ④ স্থায়ী কমিটি, ⑤ ঐতিহ্য সংরক্ষণ সম্পর্কিত কমিটি এবং ⑥ বিশেষ কমিটি।

- **বিবিধ আধিকারিক:** পৌরসভায় একজন করে নির্বাহী আধিকারিক (Executive Officer), রাজস্ব আধিকারিক (Finance Officer), সচিব (Secretary), প্রধান করণিক (Head Clerk), প্রধান সহকারী (Head Assistant), বাস্তুকার (Engineer), অফিস তত্ত্বাবধায়ক (Office Superintendent), হিসাব পরীক্ষক (Accountant), স্বাস্থ্য আধিকারিক (Health Officer), জনস্বাস্থ্য পরিদর্শক (Sanitary Inspector) প্রভৃতি পদাধিকারী রয়েছেন।

আয়ের উৎস: পৌরসভার আয়ের উৎসগুলি তিন ধরনের—① নিজস্ব সূত্র থেকে সংগ্রহ করা অর্থ, ② রাজ্য সরকারের দেওয়া অর্থ সাহায্য এবং ③ ঋণ গ্রহণ। পৌরসভার নিজস্ব সূত্র থেকে সংগ্রহ করা অর্থ বলতে জমি ও বাড়ির ওপর আরোপিত কর, যানবাহনের ওপর আরোপিত কর, পৌর এলাকায় অনুষ্ঠিত মেলা, সার্কাস, যাত্রা প্রভৃতিতে কাউন্সিলার বোর্ড কর্তৃক ধার্য ফি, ব্যাবসা ও বৃত্তির ওপর ধার্য কর, খেয়া ও সেতুর ওপর আরোপিত শুল্ক প্রভৃতিকে বোঝায়। রাজ্য সরকার বিভিন্ন সময়ে পৌরসভাগুলিকে যেসব অনুদান বা আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকেন তা পৌরসভার আয়ের একটি প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। এসব অনুদান বা সাহায্য কোন্ কাজে ব্যয় করা হবে সে বিষয়ে রাজ্য সরকারের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। তা ছাড়া রাজ্য সরকারের অনুমতি নিয়ে পৌরসভাগুলি যে-কোনো সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকেও ঋণ গ্রহণ করতে পারে। এই তিন ধরনের উৎস থেকে অর্জিত অর্থ পৌরসভার তহবিলে জমা হয়।

সরকারি নিয়ন্ত্রণ: পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনে (১৯৯৩) পৌরসভাগুলির হাতে আগের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা দেওয়া হলেও রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে পৌরসভাগুলিকে মুক্ত রাখা হয়নি। রাজ্য সরকার প্রধানত তিনটি দিক থেকে এই নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে থাকেন। এগুলি হল ① আইনগত নিয়ন্ত্রণ, ② প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ, ③ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভার আইন অনুসারে পৌরসভাগুলি গঠিত হয়েছে। পৌরসভাগুলি এই আইন অনুসারে নির্দিষ্ট ক্ষমতা ভোগ করে থাকে। অন্যদিকে, রাজ্য সরকার প্রশাসনিক তত্ত্বাবধান, নির্বাচিত পৌরসভা বাতিলকরণ এবং কর্মচারি নিয়োগের মাধ্যমে পৌরসভাগুলির ওপরে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে। এ ছাড়া আর্থিক দিক থেকে সরকারি অনুদানের মাধ্যমে, আয়ব্যয় পরীক্ষার সাহায্যে ও পৌর কর্তৃপক্ষের ব্যয়ের সীমা নির্দিষ্ট করে রাজ্য সরকার পৌরসভাগুলির ওপরে আর্থিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে পারে।

ক্ষমতা ও কার্যাবলি

পৌরসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলি হল ① বাধ্যতামূলক, ② স্বেচ্ছাধীন এবং ③ অর্পিত কার্যাবলি।

1. **বাধ্যতামূলক কার্যাবলি:** বাধ্যতামূলক কার্যাবলির মধ্যে ৪টি প্রধান কাজ স্থান পেয়েছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে—প্রশাসনিক, উন্নয়নমূলক, জনকল্যাণমূলক এবং জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত কাজ। পৌরসভার বাধ্যতামূলক কাজের তালিকায় যে ৪৯টি বিষয় রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জল সরবরাহ, নর্দমা, পয়ঃপ্রণালী ও জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট নির্মাণ, বস্তি উন্নয়ন, জন্ম-মৃত্যু নথিভুক্তকরণ, বেআইনি গৃহনির্মাণ বন্ধ করা, পরিবেশদূষণ রোধ, মারাত্মক রোগ প্রতিরোধ প্রভৃতি।
2. **স্বেচ্ছাধীন কার্যাবলি:** স্বেচ্ছাধীন কার্যাবলির তালিকায় উল্লিখিত ৪১টি বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পানীয় জল সরবরাহ, হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ, পাঠাগার নির্মাণ, অনাথ ও গৃহহীনদের জন্য গৃহ নির্মাণ, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের বিকাশ সাধন, সামাজিক শিক্ষাদান প্রভৃতি।
3. **অর্পিত কার্যাবলি:** অর্পিত কার্যাবলির তালিকায় উল্লিখিত ১৭টি বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ, নগর পরিকল্পনা, অসামরিক প্রতিরক্ষা, ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ, বনসৃজন প্রভৃতি।

সমস্যা

পশ্চিমবঙ্গের পৌরসভাগুলির প্রধান সমস্যা হল আর্থিক সংকট। এই সংকটের বিভিন্ন দিকগুলি হল

① অত্যাধিক পরিচালন ব্যয় প্রায় প্রতিটি পৌরসভার ক্ষেত্রে একটি গুরুতর সমস্যা। অনেক ক্ষেত্রে পৌরসভাগুলির মোট আয় থেকে কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা মেটানো যায় না। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগের ফলে এই সমস্যা চরমাকার ধারণ করে।

② পৌরসভাগুলি দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা পুরোনো কর এবং ফি-এর ওপর নির্ভরশীল। এগুলি সংগ্রহে বিশেষ গাফিলতি বা শিথিলতা একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

③ রাজ্য সরকারের আর্থিক অনুদানের ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় পৌরসভাগুলির স্বাধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে অনেকে মনে করে। শর্তযুক্ত অনুদানের মাধ্যমে রাজ্য সরকার পৌরসভাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ পান। রাজনৈতিক কারণে এই ক্ষমতার অপব্যবহারের আশঙ্কা থাকে।

পৌরসভাগুলির আর্থিক সমস্যা পর্যালোচনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার ১৯৯০ সালে শ্রী মোহিত ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ৯ জন সদস্যের দ্বিতীয় পৌর কমিশন গঠন করেন। কমিশন ১৯৯২ সালের জুন মাসে রিপোর্ট পেশ করেন। পৌরসভাগুলির নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহ, কর আদায়ের নতুন ক্ষেত্র উন্মুক্ত করা, রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি এবং কর্মচারী নিয়োগের কাঠামো তৈরি প্রভৃতি বিষয়ে কমিশন মূল্যবান সুপারিশ প্রদান করেন।

১৯৯৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে পৌর আইন কার্যকর হওয়ার পরে পৌরসভার সমস্যাগুলি অনেকটা সমাধান সম্ভব হয়েছে। পৌরসভাগুলির হাতে অধিক ক্ষমতা তুলে দেওয়ার পাশাপাশি এই আইনে উন্নয়নের স্বার্থে জনকল্যাণসাধনের জন্য অধিক পরিমাণে অর্থ সংগ্রহের ক্ষমতা পৌরসভাগুলিকে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ মিউনিসিপ্যাল আইনের সাম্প্রতিক পরিবর্তনের ফলে বর্তমানে পৌরসভার সভাপতিদের ভাতা ও প্রশিক্ষণের সংস্থান করা হয়েছে। প্রচলিত কর হার বাড়ানোর পাশাপাশি নতুন কর আরোপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সাধারণ বিনোদনের ওপর কর, মিউটেশন ফি প্রভৃতি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পৌর প্রশাসনের গণতন্ত্রীকরণের জন্য ডাইরেক্টরেট অফ লোকাল বডিজ স্থাপন করেছেন। এ ছাড়া ডাইরেক্টরেট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং গঠন করে উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলির যথার্থ বাস্তবায়নে পুরসভাগুলিকে কারিগরি সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজ্য সরকার ইনস্টিটিউট অফ লোকাল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড আরবান স্টাডিজ গঠন করে পৌর প্রতিনিধি ও কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন।

প্রশ্ন **1.** **কলকাতা পৌরসভার গঠন ও কার্যাবলি আলোচনা করো। *(Discuss the composition and functions of the Kolkata Corporation.)***

অথবা, ১৯৮০ সালের আইন অনুসারে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের গঠন ও কার্যাবলি বর্ণনা করো। *(Describe the composition and functions of the Kolkata Municipal Corporation according to the act of 1980.)*

উত্তর

কর্পোরেশনের গঠন

কলকাতা পৌর নিগম আইন (১৯৮০) অনুযায়ী বৃহত্তর কলকাতার জন্য পৌর কাজকর্মের দায়িত্ব তিনটি পৌর কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে, যেমন—কর্পোরেশন ও সপরিষদ মেয়র এবং একজন মেয়র। ১৮ বছর বয়সি নাগরিকদের সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ১৪৪টি ওয়ার্ডের নির্বাচিত ১৪৪ জন কাউন্সিলার, কাউন্সিলারগণ কর্তৃক নির্বাচিত ৭ জন অল্ডারম্যান এবং পদাধিকারবলে বৃহত্তর কলকাতা উন্নয়নের প্রধান প্রশাসক ও কলকাতা নগর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি প্রভৃতি সর্বমোট ১৫০ জন সদস্য নিয়ে কলকাতা কর্পোরেশন গঠিত হয়েছে। কাউন্সিলাররা নিজেদের মধ্যে থেকে একজন মেয়র ও একজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেন।

কলকাতা পৌর নিগম আইনে কলকাতা পুরসভায় তপশিলি জাতি, উপজাতি ও মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে। মোট জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে তপশিলি জাতি ও উপজাতিগুলির জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওইসব সংরক্ষিত আসনের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ তপশিলি জাতি ও উপজাতির মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়। তা ছাড়া সাধারণভাবে মহিলাদের জন্য পুরসভার মোট আসনসংখ্যার অন্তত এক-তৃতীয়াংশ (তপশিলি জাতি ও উপজাতির মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনসহ) সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই নতুন আইনে কাউন্সিলার পদপ্রার্থীদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে ২১ বছরের কম বয়সি, বিকৃত মস্তিষ্ক, দেউলিয়া, পুরসভার কোনো লাভজনক পদে কর্মরত অথবা কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের চাকরিতে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি বা পঞ্চায়েত ও মহকুমা পরিষদের কোনো সদস্য কাউন্সিলার পদে প্রার্থী হতে পারবেন না।

◆ **সপরিষদ মেয়র:** কর্পোরেশনের প্রধান প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ হিসেবে সপরিষদ মেয়র কাজ করে থাকেন। নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে থেকে একজন ডেপুটি মেয়র ও অনধিক ১০ জনকে সদস্য হিসেবে মেয়র মনোনীত করেন। এভাবে সর্বাধিক ১২ জন সদস্যকে নিয়ে সপরিষদ মেয়র গঠিত হয়। পরিষদ তার যাবতীয় কাজকর্মের জন্য যৌথভাবে কর্পোরেশনের কাছে দায়বদ্ধ থাকে। পরিষদের সভাপতি হিসেবে কাজ

করেন মেয়র, তিনি অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে বিভাগীয় দফতর-সংক্রান্ত দায়িত্ব বণ্টন করে দেন। জরুরি পরিস্থিতিতে যে-কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা মেয়রের রয়েছে। তবে এ সম্পর্কিত রিপোর্ট তাঁকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কর্পোরেশন বা পরিষদের কাছে জানাতে হয়। কাউন্সিলার, অল্ডারম্যান, মেয়র ও মেয়র কাউন্সিলের সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ ৫ বছর। সংসদীয় রীতিনীতির অনুকরণে সপরিষদ মেয়র গঠিত হয়েছে। কর্পোরেশনকে যদি আইনসভা ধরা হয় তাহলে সপরিষদ মেয়র হল মন্ত্রীসভা এবং মেয়র নিজে হলেন কলকাতার মুখ্যমন্ত্রী।

মেয়র: নির্বাচনের পর প্রথম সভায় নতুন নির্বাচিত কাউন্সিলাররা নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে মেয়র হিসেবে নির্বাচিত করে থাকেন। সপরিষদ মেয়রের সভা আহ্বান ও সেই সভায় সভাপতিত্ব করা মেয়রের প্রধান কাজ। সপরিষদ মেয়রের অনুমোদন নিয়ে মেয়র তার যাবতীয় কাজকর্ম সম্পাদন করেন। অবশ্য জননিরাপত্তা বা কর্পোরেশনের সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার ব্যাপারে মেয়রের একক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। মেয়রের অনুপস্থিতিতে তাঁর যাবতীয় কাজ ডেপুটি মেয়র করে থাকেন।

বিবিধ কমিটি: ১৯৮০ সালের কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আইন অনুযায়ী মোট ছয় প্রকার কমিটি গঠন করার কথা বলা হয়েছে। এই কমিটিগুলি হল (1) পৌর হিসাব পরীক্ষা-সংক্রান্ত কমিটি (Municipal Accounts Committee), (2) বরো কমিটি (Borough Committee), (3) ওয়ার্ড কমিটি (Ward Committee), (4) পৌর পরমার্শদাতা কমিটি (Municipal Consultative Committee), (5) পৌর গৃহ-সংক্রান্ত কমিটি (Municipal Building Committee), এবং (6) ঐতিহ্য সংরক্ষণ কমিটি (Heritage Conservation Committee)।

1 **পৌর হিসাব পরীক্ষা-সংক্রান্ত কমিটি:** অনেকটা Public Accounts Committee-র ধাঁচে ৫ থেকে ৭ জন কাউন্সিলার নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়। প্রতি বছর কর্পোরেশনে প্রথম সভায় পৌর হিসাব পরীক্ষা কমিটি গঠন করা হয়। সাধারণত বিরোধী দলের কোনো সদস্যকে এর সভাপতি করা হয়। এই কমিটির মুখ্য দায়িত্ব হল অবৈধ ব্যয় রোধ করা, দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অর্থের অপচয় বন্ধ করা ইত্যাদি। কমিটিকে প্রতি বছর কর্পোরেশনের কাছে রিপোর্ট পেশ করতে হয়। কমিটি তার কাজের জন্য কর্পোরেশনের হিসাবপত্র সম্পর্কিত যে-কোনো নথিপত্র যাচাই করে দেখতে পারে এবং কর্পোরেশনের যে-কোনো অফিসার বা কর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে।

2 **বরো কমিটি:** বরো কমিটি গঠনের বর্তমান নিয়ম অনুসারে কলকাতা কর্পোরেশনের মোট ১৪৪টি ওয়ার্ডকে ১৫টি বরোতে ভাগ করা হয়েছে। এক-একটি বরোতে ১০টি করে ওয়ার্ড থাকে। কর্পোরেশনের নির্বাচনের পর ওয়ার্ডগুলিকে বরোতে ভাগ করে প্রতিটি বরো পরিচালনার জন্য বরো কমিটি গঠন করা হয়। ওয়ার্ডের নির্বাচিত কাউন্সিলারদের নিয়ে বরো কমিটি গঠিত হয়। সপরিষদ মেয়রের অধীনে থেকে এই কমিটিগুলি কর্পোরেশনের উন্নয়নমূলক কাজকর্মের দেখাশোনা ও সমন্বয়সাধন করে থাকে।

3 **ওয়ার্ড কমিটি:** কলকাতা পুরসভার নতুন আইন (১৯৯৪) অনুসারে পুরসভার ১৪১টি ওয়ার্ডে ১৪১টি ওয়ার্ড কমিটি গঠিত হবে। বর্তমানে কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা ১৪৪। জনসংখ্যার ভিত্তিতে ওয়ার্ড কমিটিগুলিতে ৭ থেকে ১৪ জন সদস্য থাকবেন। প্রত্যেক ওয়ার্ড কমিটির চেয়ারম্যান হবেন সেই ওয়ার্ডের নির্বাচিত কাউন্সিলার। ৭ জনের ওয়ার্ড কমিটি হলে তাতে ৫ জন পুরসভার মনোনীত সদস্য থাকা আবশ্যক। আবার ১৪ জনের ওয়ার্ড কমিটি হলে তাতে কাউন্সিলারের মনোনীত ৯ জন এবং পুরসভার মনোনীত ৫ জন সদস্য থাকাটা বাঞ্ছনীয়। কলকাতা পুরসভার সংশোধিত নতুন আইন অনুসারে মনোনীত সদস্যদের মধ্যে ওয়ার্ডে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সমাজসেবী এবং মহিলা প্রতিনিধিরা স্থান পাবেন। এ ছাড়া সবশ্রেণির ভোটারদের মধ্যে থেকে ওয়ার্ড কমিটির সদস্য মনোনয়নও করা হবে। পুরসভার মনোনয়নগুলি অবশ্য পুরসভার সাধারণ সভায় পাস করিয়ে নিতে হবে। পুরসভার কাজকর্মে জনগণকে শামিল করানোর উদ্দেশ্যে বর্তমানে কলকাতাসহ রাজ্যের সব পুরসভাতেই এই ওয়ার্ড কমিটি গঠন করা হয়।

4 **পৌর পরামর্শদাতা কমিটি:** এই কমিটি গঠন করে থাকে মেয়র পরিষদ। কর্পোরেশনের কমপক্ষে ৫ জন নির্বাচিত সদস্যকে নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়। মেয়র পরিষদের কাজে পরামর্শ দান করাই কমিটির প্রধান কাজ।

5 **পৌর গৃহ-সংক্রান্ত কমিটি:** কলকাতা পুরসভার নির্বাচিত সদস্যদের কয়েকজনকে নিয়ে পৌর গৃহ-সংক্রান্ত কমিটি গঠিত হয়। গৃহনির্মাণ এবং পুনর্নির্মাণ বিষয়ে আবেদনগুলি পরীক্ষা করে দেখাই হল এই কমিটির প্রধান কাজ।

6 **ঐতিহ্য সংরক্ষণ কমিটি:** মোট ৯ জন সদস্য নিয়ে ঐতিহ্য সংরক্ষণ কমিটি গঠিত হয়। সপরিষদ মেয়র কর্তৃক এই কমিটি গঠিত হয়। কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে ঐতিহ্যমণ্ডিত গৃহসংরক্ষণ, কোনো ঐতিহ্যমণ্ডিত গৃহনির্মাণ বা পুনর্নির্মাণ প্রভৃতি এই কমিটির প্রধান কাজ।

- **কর্পোরেশনের কর্মচারীবৃন্দ:** কর্পোরেশনের কাজকর্মকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য কয়েকজন পদস্থ কর্মচারী রয়েছে। কর্পোরেশনের মুখ্য কার্যনির্বাহকরূপে একজন কমিশনার থাকেন। অন্যান্য পদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে রয়েছেন কয়েকজন যুগ্ম পৌর কমিশনার, পৌর রাজস্ব ও হিসাব নিয়ন্ত্রক, মুখ্য পৌর হিসাব পরীক্ষক এবং মুখ্য পৌর ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্যরা। এ ছাড়া ৫ জন সদস্যকে নিয়ে গঠিত মেয়রের একটি উপদেষ্টা কমিটিও রয়েছে। বর্তমান আইনে ১ জন সভাপতি ও ২ জন সদস্যকে নিয়ে একটি পৌরকৃত্যক কমিশন (Municipal Service Commission) গঠনের কথা বলা হয়েছে।

- **আয়ের উৎস:** নতুন আইনে কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কর্পোরেশনের আয়ের প্রধান উৎস হল জমি ও বাড়ির ওপর আরোপিত কর। এ ছাড়া ব্যবসাবৃত্তি ও পেশার ওপর কর, যানবাহন ও পশুর ওপর কর, বিজ্ঞাপনের কর, চুক্তি কর প্রভৃতি। রাজ্য সরকারের প্রদত্ত ঋণ এবং অনুদানও রয়েছে। জলকরের মাধ্যমে আয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জনসাধারণের কাছে ঋণ সংগ্রহের মাধ্যমেও কর্পোরেশন আয় বৃদ্ধি করে থাকে।

- **সরকারি নিয়ন্ত্রণ:** কলকাতা কর্পোরেশনের ওপরে যেসব দিক থেকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ জারি রাখা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ① কর্পোরেশনের কোনো বিভাগ, দফতর, কার্যাবলি, সম্পত্তি ইত্যাদি পরিদর্শন বা পরীক্ষা। ② কলকাতা কর্পোরেশন নিজ দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে বা কর্তব্যে অবহেলা করলে অথবা ক্ষমতার অপব্যবহার বা দুর্নীতিমূলক কাজে লিপ্ত হলে কর্পোরেশনকে বাতিল করে সমস্ত ক্ষমতা অধিগ্রহণ করা। ③ মেয়র কর্পোরেশনের সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচিত সদস্যের সমর্থন হারালে কর্পোরেশন পরিচালনার দায়িত্ব অধিগ্রহণ ইত্যাদি।

কলকাতা কর্পোরেশনের কার্যাবলি

কলকাতা কর্পোরেশনের কাজকর্মকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—① আবশ্যিক কাজকর্ম এবং ② স্বেচ্ছামূলক কাজকর্ম।

1 **আবশ্যিক কাজকর্ম:** যাবতীয় নিত্য প্রয়োজনীয় নাগরিক সুখসুবিধা নিশ্চিত করার দায়িত্ব কর্পোরেশনকে দেওয়া হয়েছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা এবং জল সরবরাহের স্থান নির্মাণ ও সংরক্ষণ, ময়লা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা, রাস্তাঘাট আলোকিত ও পরিষ্কার করা, বাজার ও কসাইখানা নিয়ন্ত্রণ, জন্মমৃত্যুর হিসাব সংরক্ষণ, সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ, শ্মশানঘাট ও গোরস্থান স্থাপন ও সংরক্ষণ, গৃহনির্মাণ ও বিপজ্জনক ঘরবাড়ি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ, বৃক্ষরোপন ইত্যাদি।

2 **স্বেচ্ছামূলক কাজকর্ম:** কর্পোরেশনের স্বেচ্ছামূলক কাজকর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা, পাঠাগার, মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারিকে সাহায্য দান, হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন ও সংরক্ষণ, দরিদ্র ও অনাথ শিশুদের আশ্রয়স্থল নির্মাণ, গুণীজন সম্বর্ধনা প্রভৃতি।

- **সীমাবদ্ধতা:** কর্পোরেশনের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। নতুন আইনে বলা হয়েছে, রাজ্য সরকার কর্পোরেশনের কাছে যে-কোনো বিষয়ে নথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ চেয়ে পাঠাতে পারেন। কর্পোরেশনের পরিকল্পনা, আনুমানিক ব্যয়, হিসেবপত্র অথবা পরিসংখ্যান নিয়ে রাজ্য সরকার রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দিতে পারেন। রাজ্য সরকার যে-কোনো পদস্থ কর্মীর ওপর কর্পোরেশনের কোনো দফতরের কাজকর্ম বা সম্পত্তি তত্ত্বাবধান ও পরীক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত করতে পারেন। প্রয়োজনবোধে রাজ্য সরকার কর্পোরেশনের বিভিন্ন কাজকর্ম পরিচালনার জন্য কোনো যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ করতে পারেন। কর্পোরেশন কোনো কাজ বেআইনিভাবে বা অনিয়মিতভাবে করলে তা যথাযথভাবে করার জন্য রাজ্য সরকার নির্দেশ দিতে পারেন। কোনো নির্দিষ্ট কাজ সুনির্দিষ্ট পন্থায় করার নির্দেশও রাজ্য সরকার দিতে পারেন। ক্ষমতার

অপব্যবহার, দুর্নীতিপরায়ণতা প্রভৃতি কারণে সর্বাধিক ১৮ মাস কর্পোরেশনকে বাতিল করে রাখতে পারে রাজ্য সরকার। এটি হল কর্পোরেশনের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণের চূড়ান্ত ধাপ। এসময় সপরিষদ মেয়রকে পদত্যাগ করতে হয়। রাজ্য সরকার কর্পোরেশনের কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করতে পারেন।

মূল্যায়ন: নগর প্রশাসনের গণতন্ত্রীকরণে কলকাতা কর্পোরেশনের বর্তমান কাঠামো এক প্রগতিশীল পদক্ষেপ। এর ফলে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠায় এক নতুন দিগন্ত সূচিত হয়েছে। তবে আর্থিক ব্যাপারে কর্পোরেশন অত্যন্ত দুর্বল। কর্পোরেশন বর্তমান রাজ্য সরকারের অনুদানের ওপর অধিকতর নির্ভরশীল এ কথা বলা চলে। নতুন আইনে রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণও অনেক ব্যাপক। বর্তমান অবস্থায় রাজ্য সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্ক ছাড়া কর্পোরেশনের সাফল্য সুদূর পরাহত ব্যাপার। রাজ্য সরকার এবং কর্পোরেশনে একই রাজনৈতিক দল ক্ষমতাসীন না থাকলে পুর প্রশাসনে সংকট দেখা দিতে পারে। নতুন আইনে কর্পোরেশনের প্রশাসনিক ক্ষেত্র মূলত মেয়র-কেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে বলে অনেকে মনে করেন। বরো কমিটিগুলিকে আরও বেশি ক্ষমতা দেওয়ার কথাও উঠেছে। তবে আয়ের উৎসগুলিকে নির্দিষ্ট করে সন্তোষজনকভাবে আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা না করা গেলে কর্পোরেশনকে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা সম্ভব নয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর/টীকা

1. ৭৩তম সংবিধান-সংশোধন আইনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো। ***(Mention the main features of the 73rd Amendment.)***

উত্তর

৭৩তম সংবিধান-সংশোধন আইন পর্যালোচনা করলে যেসব বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে সেগুলি হল—

① প্রতিটি রাজ্যে গ্রামস্তর থেকে জেলাস্তরে পঞ্চায়েত থাকাটা বাধ্যতামূলক।

② পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান একটি সাংবিধানিক সংস্থা হলেও প্রতিটি রাজ্যের পঞ্চায়েত সেই রাজ্যের আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের অধীন।

③ ভারতবর্ষের যেসব রাজ্যের জনসংখ্যা কুড়ি লক্ষের বেশি নয় সেইসব রাজ্যে মধ্যবর্তী স্তরে পঞ্চায়েত থাকা বাধ্যতামূলক নয়।

④ প্রতিটি স্তরের পঞ্চায়েতের সাধারণ কার্যকাল হবে ৫ বছর।

⑤ ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের প্রতিটি স্তরে তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে এবং এই সংরক্ষিত আসনের এক-তৃতীয়াংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

2. সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো : গ্রামসভার গঠন ও কার্যাবলি। ***(Write a short note: Composition and Functions of the Gram Sabha.)***

উত্তর

১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনে গ্রামসভার কোনো উল্লেখ না থাকলেও পরবর্তী সময়ে সংশোধিত আইনে গ্রামসভার কথা বলা হয়।

গঠন: সংশোধিত আইন অনুযায়ী, প্রতিটি গ্রামপঞ্চায়েতের এলাকায় একটি করে গ্রামসভা থাকবে এবং এই গ্রামসভা গঠিত হবে ওই কেন্দ্রে বসবাসকারী সেইসব ব্যক্তিদের নিয়ে যাদের বিধানসভার নির্বাচনে ভোটার তালিকায় নাম আছে। পঞ্চায়েত প্রধানের অনুপস্থিতিতে উপপ্রধান গ্রামসভার বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। গ্রামসভার বৈঠকে উপস্থিত সদস্যদের স্বাক্ষর এবং বৈঠকের কার্যবিবরণী নথিভুক্ত করতে হয়। গ্রামসভার বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাব বা সুপারিশগুলি গ্রামপঞ্চায়েতের সভায় আলোচনা করা বাধ্যতামূলক।

অন্যদিকে, এই প্রস্তাব বা সুপারিশগুলি সম্পর্কে গ্রামপঞ্চায়েত কী সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা পরবর্তী বছরের গ্রামসভার বৈঠকে রিপোর্টের আকারে পেশ করাও গ্রামপঞ্চায়েতের পক্ষে বাধ্যতামূলক।

কার্যাবলি: গ্রামপঞ্চায়েতের বাজেট, বার্ষিক পরিকল্পনা, সর্বশেষ অডিট, গ্রামপঞ্চায়েতের বিগত বছরের আয়ব্যয়ের হিসাব, কাজকর্মের বিবরণ ইত্যাদি নিয়ে গ্রামসভায় পর্যালোচনা করা হয়। এ ছাড়া গ্রাম সংসদের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি নিয়েও গ্রামসভা বিচারবিবেচনা করে থাকে।

প্রশ্ন 3. সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো: গ্রাম সংসদের গঠন। *(Write a short note : Composition and Functions of Gram Samsad.)*

উত্তর

১৯৯৪ সালের সংশোধিত পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী গ্রামপঞ্চায়েত স্তরে গ্রাম সংসদ গঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই গ্রাম সংসদ গঠিত হবে ওই গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় বসবাসকারী সেইসব ব্যক্তিদের নিয়ে যাদের বিধানসভার নির্বাচনে ভোটার তালিকায় নাম আছে। গ্রাম সংসদের বার্ষিক ও ষান্মাসিক সভা গ্রামপঞ্চায়েতের স্থির করে দেওয়া তারিখ, সময় ও স্থান অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়। গ্রাম সংসদের সভায় সভাপতিত্ব করেন পঞ্চায়েত প্রধান এবং প্রধানের অনুপস্থিতিতে উপপ্রধান। গ্রাম সংসদের বার্ষিক ও ষান্মাসিক সভা সাধারণত মে মাসে ও নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়। গ্রাম সংসদের সভায় কোরামের জন্য মোট সদস্যের এক-দশমাংশের উপস্থিতি প্রয়োজন। কোরাম না হলে সভা মুলতবি রাখতে হয়। তারপর একই জায়গায় একই সময়ে ৭ দিন পরে গ্রাম সংসদের সভা পুনরায় ডাকার নিয়ম রয়েছে।

প্রশ্ন 4. পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম সংসদের কার্যাবলি কী কী? *(What are the functions of the Gram Samsad in West Bengal?)* [V.U. '08]

উত্তর

পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম সংসদের হাতে যেসব কাজকর্মের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

① গ্রাম সংসদের অধীনে পঞ্চায়েত এলাকায় বিভিন্ন প্রকল্প ও সামাজিক ন্যায়ের প্রশ্নে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও উপদেশ দান।

② গ্রামের উন্নয়নের জন্য কোন্ কোন্ প্রকল্প অগ্রাধিকার পাবে তা স্থির করা।

③ দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের (Beneficiaries) চিহ্নিত করা অথবা চিহ্নিত করার জন্য নীতি নির্ধারণ করা।

④ একটি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করা যা গ্রাম সংসদের কাছে দায়বদ্ধ থেকে সংসদের কাজকর্ম রূপায়ণ, রক্ষণাবেক্ষণ, জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা প্রভৃতি কাজকর্মে নিযুক্ত থাকবে।

⑤ বয়স্ক শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, পরিবার কল্যাণ ও শিশুকল্যাণ কর্মসূচির বিষয়ে গণউদ্যোগ গড়ে তোলা।

⑥ গ্রামবাসীদের মধ্যে সংহতি ও সম্প্রীতি বজায় রাখা।

⑦ গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান বা পঞ্চায়েতের কোনো সদস্য উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ ঠিকমতো না করলে তাদের ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে আলোচনা ও অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা।

⑧ বার্ষিক সভায় গ্রামপঞ্চায়েতের বিগত বছরের সংশোধিত বাজেট, বিগত ৬ মাসের হিসাব, বিভিন্ন প্রকল্পে সুবিধাভোগীদের তালিকা এবং কাজকর্মের প্রদত্ত রিপোর্ট বিচারবিবেচনা করা।

⑨ ষান্মাসিক সভায় গ্রামপঞ্চায়েতের পরবর্তী বছরের বাজেট ও সেসম্পর্কে গ্রাম সংসদ সদস্যদের লিখিত মতামত ইত্যাদি আলোচনা ও বিচারবিবেচনা করা।

প্রশ্ন 5. ব্লক সংসদ কাকে বলে? *(What is meant by Block Samsad?)* অথবা, ব্লক সংসদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। *(Give a brief description of Block Samsad.)*

উত্তর

২০০৩ সালে সংশোধিত পঞ্চায়েত আইনে নতুন একটি ধারা যোগ করে ব্লক সংসদ গঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ধারায় বলা হয়েছে যে, প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় একটি করে ব্লক সংসদ থাকবে। ব্লকের

অন্তর্গত সব গ্রামপঞ্চায়েতের সদস্য এবং ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সমস্ত সদস্যকে নিয়ে এই ব্লক সংসদ গঠিত হবে। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির সভাপতিত্বে এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে সহকারী সভাপতির সভাপতিত্বে ব্লক সংসদের বার্ষিক ও নাগরিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ব্লক সংসদের মূল কাজ হল পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে যেসব উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে পঞ্চায়েত সমিতিকে পরামর্শ দেওয়া। অর্থাৎ, পঞ্চায়েত সমিতির বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপায়ণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচার সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে সমিতিকে পরামর্শ দেওয়া ব্লক সংসদের প্রধান কাজ। এ ছাড়া পঞ্চায়েত সমিতিকে যাবতীয় হিসাব, বাজেট ও অডিট রিপোর্ট পেশ করার দাবি জানাতে পারে ব্লক সংসদ।

প্র 6. সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো : জেলা সংসদের গঠন। *(Write a short note: Composition of Zilla Samsad.)*

উত্তর

২০০৩ সালে সংশোধিত পঞ্চায়েত আইনে ১৬৩(ক) নং ধারা যোগ করে জেলা স্তরে জেলা সংসদ গঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ধারা অনুযায়ী প্রতিটি জেলাপরিষদের একটি করে জেলা সংসদ থাকবে এবং সেই জেলাপরিষদের অধীন সব গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান, সব পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহকারী সভাপতি এবং কর্মাধ্যক্ষগণ এবং জেলাপরিষদের সমস্ত সদস্য জেলা সংসদের সদস্য হিসেবে কাজ করবেন। প্রকৃতপক্ষে, জেলাপরিষদের পক্ষ থেকেই জেলা সংসদের বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক সভা আহ্বান করা হয় এবং সেই সভায় সভাপতিত্ব করে জেলাপরিষদের সভাধিপতি এবং তার অনুপস্থিতিতে জেলাপরিষদের সহকারী সভাধিপতি। এককথায় জেলা সংসদের কাজ হল উন্নয়ন-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে জেলাপরিষদকে নির্দেশ ও পরামর্শ দেওয়া। অর্থাৎ জেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, বাজেট, উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণ ইত্যাদি বিষয়ে জেলাপরিষদকে নির্দেশ ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য প্রতিটি জেলাপরিষদে একটি করে জেলা সংসদ গঠনের কথা বলা হয়েছে।

প্র 7. সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো: পশ্চিমবঙ্গের পৌরসভাগুলির গঠন। *(Write a short note: Composition of the Municipalities of West Bengal.)*

উত্তর

ছোটো শহরগুলির স্বায়ত্তশাসন পৌরসভা বা মিউনিসিপ্যালিটির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে কলকাতা, চন্দননগর, হাওড়া, আসানসোল, দুর্গাপুর ও শিলিগুড়ি—এই ৬টি বড়ো শহর ছাড়া (এগুলির ক্ষেত্রে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন) অন্য শহরগুলির স্বায়ত্তশাসন পরিচালনার ক্ষমতা পৌরসভাগুলিকে দেওয়া হয়েছে।

শ্রেণিবিভাগ: পশ্চিমবঙ্গে পৌর আইন (১৯৯৪) অনুযায়ী পৌরসভাগুলিকে ক, খ, গ, ঘ, ঙ—এই ৫টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। ২০০২ সালে এই আইন সংশোধিত হওয়ার ফলে ২ লক্ষ ১৫ হাজারের বেশি অধিবাসীদের নিয়ে 'ক' শ্রেণি, ১ লক্ষ ৭০ হাজার থেকে ২ লক্ষ ১৫ হাজার অধিবাসীদের নিয়ে 'খ' শ্রেণি, ৮৫ হাজার থেকে ১ লক্ষ ৭০ হাজার অধিবাসীদের নিয়ে 'গ' শ্রেণি, ৩৫ হাজার থেকে ৮৫ হাজার অধিবাসীদের নিয়ে 'ঘ' শ্রেণি এবং অনধিক ৩৫ হাজার অধিবাসীদের নিয়ে 'ঙ' শ্রেণির পৌরসভা গঠিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। নতুন পৌর আইনে পৌর অঞ্চলগুলিকে কতকগুলি ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়েছে। তবে কোনো পৌরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা ৯-এর কম হবে না। ক, খ, গ, ঘ, এবং ঙ শ্রেণির পৌরসভাগুলির ওয়ার্ড সংখ্যা ৩৫, ৩০, ২৫, ২০ থেকে ১৫-এর বেশি হবে না।

সদস্যদের নির্বাচন ও আসন সংরক্ষণ: নতুন পৌর আইনে পৌর অঞ্চলগুলিকে কয়েকটি ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়েছে। পৌরসভার সদস্যরা কাউন্সিলার নামে পরিচিত। সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে কাউন্সিলাররা নির্বাচিত হন। নতুন আইনে প্রতিটি পৌরসভার মোট জনসংখ্যার আনুপাতিক হার অনুযায়ী তপশিলি জাতি ও উপজাতির জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওইসব সংরক্ষিত আসনের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ তপশিলি জাতি ও উপজাতির মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। তা ছাড়া প্রতিটি পৌরসভার মোট আসনসংখ্যার অন্তত এক-তৃতীয়াংশ (তপশিলি জাতি ও উপজাতির মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন-সহ) মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হয়েছে।

বিবিধ কর্তৃপক্ষ, কমিটি ও আধিকারিক: নতুন আইনে পৌরসভার কাজকর্ম পরিচালনার জন্য তিনটি কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে—(1) পৌর পরিষদ, (2) সপরিষদ চেয়ারম্যান, (3) চেয়ারম্যান। পৌর পরিষদ

বলতে বোঝায় নির্বাচিত কাউন্সিলারবৃন্দ বা The Board of Councillors। পৌর পরিষদের কার্যকাল ৫ বছর। প্রথম অধিবেশনে পরিষদের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত করেন। সপরিষদ চেয়ারম্যান পৌরসভার চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এবং বিভিন্ন শ্রেণির পৌরসভার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংখ্যক কাউন্সিলারদের নিয়ে গঠিত হয়। অন্যদিকে, চেয়ারম্যান হলেন পৌরসভার প্রধান কার্যনির্বাহক। পৌর পরিষদ এবং সপরিষদ চেয়ারম্যানের সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন। তাঁর কার্যকালের মেয়াদ ৫ বছর।

উপরিউক্ত তিনটি কর্তৃপক্ষ ছাড়াও ২০০২ সালের পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন (সংশোধনী) অনুসারে, পৌরসভাগুলির অধীনে ছয় ধরনের কমিটি গঠনের কথা উল্লেখ করা হয়, যথা—① ওয়ার্ড কমিটি, ② বরো কমিটি, ③ যৌথ কমিটি, ④ স্থায়ী কমিটি, ⑤ ঐতিহ্য সংরক্ষণ সম্পর্কিত কমিটি এবং ⑥ বিশেষ কমিটি। এ ছাড়া পৌরসভায় একজন করে নির্বাহী আধিকারিক, রাজস্ব আধিকারিক, সচিব, প্রধান করণিক, প্রধান সহকারী, বাস্তুকার, অফিস তত্ত্বাবধায়ক, হিসাব পরীক্ষক, স্বাস্থ্য আধিকারিক, জনস্বাস্থ্য পরিদর্শক প্রভৃতি পদাধিকারী রয়েছে।

প্রশ্ন **8. সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো: পশ্চিমবঙ্গের পুরসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলি। *(Write a short note: The power and functions of the Municipalities of West Bengal.)***

উত্তর

▶ পৌরসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলি হল ① বাধ্যতামূলক, ② স্বেচ্ছাধীন এবং ③ অর্পিত কার্যাবলি।

1 **বাধ্যতামূলক কার্যাবলি:** বাধ্যতামূলক কার্যাবলির মধ্যে ৪টি প্রধান কাজ স্থান পেয়েছে। এগুলি হল প্রশাসনিক, উন্নয়নমূলক, পূর্ত এবং জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত কাজ। পৌরসভার বাধ্যতামূলক কাজের তালিকায় যে ৪৯টি বিষয় রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জল সরবরাহ, নর্দমা, পয়ঃপ্রণালী ও জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট নির্মাণ, বস্তি উন্নয়ন, জন্মমৃত্যু নথিভুক্তকরণ, বেআইনি গৃহ নির্মাণ বন্ধ করা, পরিবেশদূষণ রোধ, সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ প্রভৃতি।

2 **স্বেচ্ছাধীন কার্যাবলি:** স্বেচ্ছাধীন কার্যাবলির তালিকাভুক্ত ৪১টি বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পানীয় জল সরবরাহ, হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ, পাঠাগার নির্মাণ, অনাথ ও গৃহহীনদের জন্য গৃহনির্মাণ, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের বিকাশ সাধন, সামাজিক শিক্ষাদান, দুর্ভিক্ষ, বন্যা বা ভূমিকম্পের সময় ত্রাণকার্য পরিচালনা প্রভৃতি।

3 **অর্পিত কার্যাবলি:** অর্পিত কার্যাবলির তালিকায় উল্লিখিত ১৭টি বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, নগর পরিকল্পনা, অসামরিক প্রতিরক্ষা, ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ, বনসৃজন প্রভৃতি।

পৌরসভার আয়ের উৎসগুলি তিন ধরনের—[i] নিজস্ব সূত্র থেকে সংগ্রহ করা অর্থ, [ii] রাজ্য সরকারের দেয় অনুদান বা অর্থ সাহায্য এবং [iii] ঋণ গ্রহণ। পশ্চিমবঙ্গের পৌরসভাগুলির প্রধান সমস্যা হল আর্থিক সংকট। তবে ১৯৯৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন কার্যকর হওয়ার পরে পৌরসভার সমস্যাগুলির অনেকটা সমাধান সম্ভব হয়েছে। পৌরসভাগুলির হাতে অধিক ক্ষমতা তুলে দেওয়ার পাশাপাশি এই আইনে উন্নয়নের স্বার্থে জনকল্যাণসাধনের জন্য অধিক পরিমাণে অর্থসংগ্রহের ক্ষমতা পৌরসভাগুলিকে দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন **9. পশ্চিমবঙ্গের জেলা প্রশাসনের কার্যাবলি কী? *(What are the functions of the District Administration in West Bengal?)***

উত্তর

▶ জেলা প্রশাসনের ওপর জেলার শাসনবিভাগীয় ও উন্নয়ন-সংক্রান্ত যেসব দায়দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, সেগুলি হল

1 **আইনশৃঙ্খলা রক্ষা:** জেলার নাগরিকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষা জেলা প্রশাসনের একটি প্রধান কাজ। অপরাধ দমন ও আইন লঙ্ঘনকারীদের শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা করা এবং প্রশাসনিক ন্যায়বিচারকে বজায় রাখা জেলা প্রশাসনের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

2 **রাজস্ব ও শুল্ক সংগ্রহ:** জেলা প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল রাজস্ব ও শুল্ক সংগ্রহ। ভূমিরাজস্ব, আয়কর, কৃষি-আয়কর, বিক্রয়কর, স্ট্যাম্প বাবদ শুল্ক, আবগারি শুল্ক, আদালত ফি, প্রমোদ কর, যানবাহন কর ইত্যাদি বাবদ অর্থ সংগ্রহ জেলা প্রশাসনের একটি মুখ্য দায়িত্ব। জেলার সরকারি কোশাগার পরিচালনা করাও জেলা প্রশাসনের অন্যতম দায়িত্ব।

3 **উন্নয়নমূলক কাজকর্ম পরিচালনা:** রাজ্য সরকার কর্তৃক গৃহীত জেলা স্তরের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম পরিচালনার দায়িত্ব জেলা প্রশাসনের। পঞ্চায়েতরাজ চালু হওয়ার পর এক্ষেত্রে বেশিরভাগ উন্নয়নমূলক কাজকর্ম বর্তমানে জেলাপরিষদের অধীনে পরিচালিত হলেও সেগুলির রূপায়ণে জেলা প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকা লক্ষ করা যায়।

4 **ভূমিসংস্কার ও কৃষি উন্নয়ন:** রাজ্য সরকার কর্তৃক গৃহীত ভূমিসংস্কারের সামরিক কর্মসূচির বাস্তব রূপায়ণের দায়িত্ব জেলা প্রশাসনের ওপর ন্যস্ত হয়েছে। এ ছাড়া কৃষিজমির উন্নতিবিধান, কৃষিঋণ, কৃষিজমিতে পর্যাপ্ত জলসেচের বন্দোবস্ত ইত্যাদি কৃষি ও সেচ সম্পর্কিত যাবতীয় পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষেত্রেও জেলা প্রশাসনকে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়।

5 **আপদকালীন অবস্থার মোকাবিলা:** জেলায় অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরা, বন্যা, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, মহামারি ইত্যাদি মোকাবিলায় জেলা প্রশাসনকে সর্বদা সজাগ ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হয়। আকস্মিক দুর্ঘটনায় উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলায় জেলা প্রশাসনকে জরুরি ভিত্তিতে ত্রাণসাহায্য নিয়ে দুর্দশাগ্রস্ত জেলাবাসীর পাশে দাঁড়াতে হয়। এসব সংকটকালীন পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও জনশৃঙ্খলা যাতে ভেঙে না পড়ে সেদিকে জেলা প্রশাসন সজাগ দৃষ্টি রেখে চলে।

6 **নির্বাচন পরিচালনা:** রাজ্য বিধানসভা, লোকসভা এবং গ্রামপঞ্চায়েতের নির্বাচন-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম পরিচালনায় জেলা প্রশাসনের কার্যকরী ভূমিকা রয়েছে। জেলা প্রশাসনের মুখ্য আধিকারিক—জেলাশাসক নিজে জেলার প্রধান নির্বাচনি আধিকারিকরূপে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের যাবতীয় দায়দায়িত্ব পালন করেন।

7 **অন্যান্য কাজ:** রাজ্য সরকারের যাবতীয় প্রশাসনিক নির্দেশের বাস্তব রূপায়ণ জেলা প্রশাসনের অন্যতম দায়িত্ব। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলির প্রশাসনিক তত্ত্বাবধান, খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ এবং জনগণনা (Census), সাক্ষরোত্তর প্রকল্প ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন কর্মসূচির সার্থক রূপায়ণের বিষয়েও জেলা প্রশাসনকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হয়।

10. সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো : পশ্চিমবঙ্গে ব্লক প্রশাসনের কার্যাবলি। ***(Write a short note: Functions of the Block Administration in West Bengal.)***

উত্তর

পশ্চিমবঙ্গের জেলা প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় প্রশাসনিক একক হল ব্লক প্রশাসন। একজন ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের নেতৃত্বে ব্লক প্রশাসন পরিচালিত হয়। ব্লক প্রশাসনের কার্যাবলি নিম্নরূপ

1 **উন্নয়ন প্রকল্পগুলির তত্ত্বাবধান:** ব্লক প্রশাসন ব্লকের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির প্রধান সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করে। পঞ্চায়েত সমিতির সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখে ব্লক প্রশাসন ব্লকের সার্বিক উন্নয়নে সক্রিয় অংশ নেয়। কৃষি, সমবায়, পশুপালন, মৎস্যচাষ ইত্যাদি বিষয়ের উন্নয়ন, তপশিলি জাতি-উপজাতির কল্যাণ, জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্পগুলির রূপায়ণ, জনকল্যাণকামী পরিকল্পনা ও কর্মসূচি তৈরি করে তা জেলা প্রশাসনের কাছে পাঠানো ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ব্লক প্রশাসন করে।

2 **জনসংযোগ রক্ষা:** ব্লক প্রশাসন রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে জনগণের সংযোগরক্ষার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ফলে জেলার উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলি রাজ্যস্তর থেকে গ্রাম স্তরে চাপিয়ে দেওয়ার সাবেকি নীতিকে বাতিল করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে গ্রাম স্তরে গ্রামীণ জনগণের দ্বারা গ্রাম উন্নয়নের পরিকল্পনাগুলি তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন। রাজ্য সরকারের গ্রাম উন্নয়নের বহুমুখী পরিকল্পনাগুলি সম্পর্কে জনগণকে সম্যকভাবে অবহিত করে ব্লক প্রশাসন। দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে থেকে ব্লক প্রশাসন জনস্বার্থে নিয়োজিত সরকারি উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলিতে জনগণের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করে।

প্রশ্ন **13.** ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের ক্ষমতা ও কার্যাবলি সংক্ষেপে লেখো। ***(Write in brief, the power and functions of the BDO.)***

উত্তর

▶ প্রত্যেক ব্লকের উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব একজন ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক বা বিডিও-র ওপর ন্যস্ত হয়েছে। রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যকের সদস্যদের মধ্যে থেকে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকদের নিয়োগ করা হয়। বিডিও হলেন ব্লক স্তরের প্রশাসনিক প্রধান।

◆ **ব্লকের প্রশাসনিক দায়িত্ব:** ভারতীয় প্রশাসনে জেলাকে যেমন কয়েকটি মহকুমায় ভাগ করা হয়েছে, অনুরূপভাবে মহকুমাকেও কয়েকটি ব্লকে বিভক্ত করা হয়েছে। ব্লক এলাকার প্রশাসনিক দায়িত্বে রয়েছে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক। ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকদের প্রশাসনিক ক্ষমতা ও কার্যাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ① ব্লকের প্রশাসন পরিচালনা, জনসংযোগ রক্ষা এবং যাবতীয় উন্নয়ন প্রকল্পগুলির সামগ্রিক তত্ত্বাবধান; ② ব্লকের মধ্যে বিভিন্ন আধিকারিকদের (যেমন—মৎস, উন্নয়ন আধিকারিক, যুব উন্নয়ন আধিকারিক, পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন আধিকারিক, ব্লক ত্রাণ আধিকারিক প্রমুখ) কাজকর্মের যথাযথ সমন্বয়সাধন; ③ ব্লকের প্রযুক্তিবিভাগসহ অন্য সব বিভাগের কর্মীদের কাজকর্মের তদারকি; ④ তপশিলি জাতি ও উপজাতির কল্যাণ; সেচ, পরিবহন ইত্যাদি উন্নয়ন প্রকল্পগুলি রূপায়ণ; ⑤ ব্লকের মধ্যে পঞ্চায়েত, পুরসভা, বিধানসভা ও লোকসভার যাবতীয় নির্বাচনমূলক কাজকর্ম পরিচালনা; ⑥ ব্লকের সম্প্রসারণ অধিকারিকদের এবং অন্য কর্মীদের কাজকর্মের বার্ষিক মূল্যায়নের রিপোর্ট সরকারের কাছে পাঠানো ইত্যাদি।

◆ **পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিক রূপে দায়িত্ব:** বর্তমানে পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিক হিসেবে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক কিছু নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। পঞ্চায়েত সমিতির সভা, নথিপত্র সংরক্ষণ, বাজেট প্রস্তুতি, উন্নয়ন কর্মসূচি রচনা ও তার বাস্তবায়ন ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকদের কার্যকরী ভূমিকা রয়েছে।

ব্লকের উন্নয়মুখী পরিকল্পনাগুলিতে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে তুলতে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিককে প্রয়োজনানুসারে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়। ব্লক এলাকায় জনসংযোগ রক্ষা করা তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। পঞ্চায়েত সমিতির সঙ্গে সুষ্ঠু সম্পর্ক বজায় রেখে তাঁকে এই কাজ করতে হয়। পঞ্চায়েত সমিতির কার্যনির্বাহী হিসেবে তাঁকে নিরপেক্ষতার পরিচয় দিতে হয়। দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে এলাকার গ্রামীণ মানুষের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে তাঁকে নিরপেক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন পরিচালনায় দক্ষতার পরিচয় দিতে হয়।

বর্তমানে পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থা চালু হওয়ায় গ্রামীণ স্তরে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে। ওইসব জনকল্যাণকামী উন্নয়ন প্রকল্পগুলির সার্থক রূপায়ণের ক্ষেত্রে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের সক্রিয় ও সদর্থক সহযোগিতা অত্যন্ত আবশ্যক। এককথায় ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের দফতর গ্রামীণ প্রশাসনের এক অপরিহার্য অঙ্গ।

প্রশ্ন **14.** সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো : পশ্চিমবঙ্গের জেলাপরিষদের গঠন। ***(Write a short note: The composition of Zilla Parishad in West Bengal.)*** [N.B.U. '09]

উত্তর

▶ পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার তৃতীয় এবং শীর্ষ স্তরে রয়েছে জেলাপরিষদ। রাজ্য সরকার প্রতিটি জেলার নাম অনুসারে একটি করে জেলাপরিষদ গঠন করে।

◆ **সদস্যপদ:** যাঁদের নিয়ে জেলাপরিষদ গঠিত হয় তাঁরা হলেন—① পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিবৃন্দ (পদাধিকারবলে), ② জেলা থেকে নির্বাচিত লোকসভা এবং বিধানসভার সদস্যরা, ③ জেলায় বসবাসকারী রাজ্যসভার সদস্যবৃন্দ, ④ প্রতিটি ব্লক থেকে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত সদস্য। এ ছাড়া জেলাশাসক পদাধিকারবলে জেলাপরিষদের সহযোগী সদস্য হিসেবে গণ্য হন। ২০১১ সালের সংশোধিত পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী জেলাপরিষদের মোট আসনের ৫০ শতাংশ মহিলাদের জন্য এবং জনসংখ্যার আনুপাতিক হারের ভিত্তিতে তপশিলি জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির জন্য আসন সংরক্ষিত রয়েছে। জেলাপরিষদের কার্যকালের মেয়াদ ৫ বছর।

- **সভাধিপতি ও সহসভাধিপতি:** নবগঠিত জেলাপরিষদের প্রথম সভায় জেলাপরিষদের সদস্যরা নিজেদের মধ্য থেকে একজন সভাধিপতি এবং একজন সহ-সভাধিপতি নির্বাচন করেন। পদাধিকারবলে যাঁরা জেলাপরিষদের সদস্য তাঁরা এই দুটি পদে নির্বাচিত হতে পারেন না। সভাধিপতি এবং সহ-সভাধিপতির কার্যকালের মেয়াদ ৫ বছর।

  সভাধিপতি হলেন জেলাপরিষদের প্রশাসনিক কর্তা। জেলাপরিষদের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য একজন কার্যনির্বাহী আধিকারিক বা জেলাশাসক রয়েছেন। তাঁকে সহায়তা করার জন্য প্রত্যেক জেলাপরিষদে একজন অতিরিক্ত কার্যনির্বাহী আধিকারিক বা অতিরিক্ত জেলাশাসক থাকেন। জেলাশাসক ও অতিরিক্ত জেলাশাসক পদমর্যাদার এই আধিকারিকরা সর্বভারতীয় প্রশাসন বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী (IAS Officer)। এ ছাড়া রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত জেলাপরিষদের একজন কর্মসচিব রয়েছেন। রাজ্য সরকারের আগাম অনুমতি নিয়ে জেলাপরিষদ প্রয়োজনমতো অন্য কর্মচারীদের নিয়োগ করতে পারে।

- **স্থায়ী সমিতি:** জেলাপরিষদের স্থায়ী সমিতির সংখ্যা ১০। এগুলি হল ① অর্থ, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা; ② জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ; ③ পূর্ত ও পরিবহন; ④ কৃষি, সেচ ও সমবায়; ⑤ শিক্ষা-সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া; ⑥ ক্ষুদ্রশিল্প ও ত্রাণ; ⑦ বন ও ভূমিসংস্কার; ⑧ মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ; ⑨ খাদ্য ও খাদ্য-সরবরাহ; ⑩ বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি। জেলাপরিষদের সভাধিপতি ও সহ-সভাধিপতি (পদাধিকারবলে), জেলাপরিষদের সদস্যদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত অনধিক ৫ জন ব্যক্তি এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত আধিকারিক ও বিশেষজ্ঞগণকে (প্রয়োজন অনুসারে) নিয়ে স্থায়ী সমিতিগুলি গঠিত হয়। জেলাপরিষদের সচিব পদাধিকারবলে প্রত্যেক স্থায়ী সমিতির সচিব। এ ছাড়া প্রতিটি স্থায়ী সমিতির সদস্যরা নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে কর্মাধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচন করেন।

- **সমন্বয় সমিতি:** প্রতিটি জেলাপরিষদে স্থায়ী সমিতিগুলির কাজকর্মের সমন্বয়সাধনের জন্য একটি করে সমন্বয় সমিতি রয়েছে। সভাধিপতি, সহ-সভাধিপতি, স্থায়ী সমিতিগুলির কর্মাধ্যক্ষবৃন্দ, জেলাপরিষদের কার্যনির্বাহী আধিকারিক ও অতিরিক্ত কার্যনির্বাহী আধিকারিককে নিয়ে সমন্বয় সমিতি গঠিত হয়।

- **জেলা সংসদ:** জেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, বাজেট, উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণ ইত্যাদি বিষয়ে জেলাপরিষদকে নির্দেশ ও পরামর্শ দানের জন্য প্রতিটি জেলাপরিষদে একটি করে জেলা সংসদ গঠনের কথা বলা হয়েছে। জেলার সমস্ত গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধানরা, পঞ্চায়েত সমিতিগুলির সভাপতি ও সহ-সভাপতিবৃন্দ, পঞ্চায়েত সমিতিগুলির কর্মাধ্যক্ষগণ এবং জেলাপরিষদের সব সদস্য জেলা সংসদের সদস্য হিসেবে গণ্য হন।

15. জেলাপরিষদের প্রধান কাজ কী কী? *(What are the major functions of the Zilla Parishad?)*

উত্তর

জেলাপরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল

① কৃষি ও পশুপালন, কুটিরশিল্প, সমবায় আন্দোলন, গ্রামীণ ঋণ ব্যবস্থা, জল সরবরাহ, সেচ, জনস্বাস্থ্য, হাসপাতাল, যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রাথমিক ও বয়স্কশিক্ষা, সামাজিক কল্যাণ ইত্যাদি বিষয়ে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

② রাজ্য সরকার কর্তৃক ন্যস্ত যে-কোনো প্রকল্প নির্বাহ বা কর্তব্য সম্পাদন অথবা যে-কোনো প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হলে সেই দায়িত্ব পালন।

③ গ্রামীণ হাটবাজার রক্ষণাবেক্ষণ, সাধারণ পাঠাগার, বিদ্যালয় ও অন্যান্য জনকল্যাণ সংস্থাকে অনুদান প্রদান, বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদান, গ্রামপঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিকে অনুদান প্রদান করা

④ জল সরবরাহ, মহামারি প্রতিরোধ, আর্তদের জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা করা।

⑤ রাজ্য সরকারের মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন রাস্তাঘাট, খাল, সেতু, খেয়াঘাট, ঘরবাড়ি বা অন্যা সম্পত্তি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা।

⑥ পঞ্চায়েত সমিতির বাজেট পরীক্ষা ও অনুমোদন এবং প্রয়োজনে পার্শ্ববর্তী জেলাপরিষদের সঙ্গে যৌথভাবে কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণের ব্যবস্থা করা।

⑦ গ্রামপঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির কাজকর্মের তদারকি, নজরদারি ও প্রয়োজনমতো নিয়ন্ত্রণ করা।

গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানরূপে সমগ্র জেলার সামগ্রিক আর্থসামাজিক উন্নয়নের দায়িত্ব জেলাপরিষদের। জেলার সার্বিক উন্নয়নের দায়িত্ব জেলাপরিষদের সদস্যদের হাতে অর্পিত হয়েছে।

প্রশ্ন 16. সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো : পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় মহিলাদের ভূমিকা। (*Write a short note: The Role of women in the Panchayet System of West Bengal.*) [N.B.U.'09]

উত্তর

▶ গণতন্ত্রে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের একটি স্বতন্ত্র গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে। সমাজতাত্ত্বিক লুসিয়ান পাই (Lucian W. Pye) তাঁর *'Aspect of Political Development'* গ্রন্থে উন্নয়নের প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রক্রিয়াকে গুরুত্ব দিয়েছেন। আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সমস্ত ক্ষেত্রে মহিলাদের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ অনস্বীকার্য। ভারতের শাসনব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের ফলশ্রুতিস্বরূপ পঞ্চায়েত ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গ্রামীণ মহিলাদের প্রশাসনে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ এনে দেয়। এদিক থেকে বলা যায়, পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় মহিলাদের ভূমিকা আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নয়নের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় মহিলাদের ভূমিকা ৭৩তম সংবিধান-সংশোধনের পরে এক নতুন মাত্রা লাভ করে। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় মহিলা সদস্যদের অংশগ্রহণ গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাকে যথেষ্ট জনমুখী ও গতিশীল করে তুলেছে। ২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (দ্বিতীয় সংশোধনী) আইন অনুসারে, বর্তমানে প্রতিটি গ্রামপঞ্চায়েতের মোট আসনসংখ্যার অন্তত ৫০ শতাংশ (তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন-সহ) মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত কুলটিকরী পঞ্চায়েত এ রাজ্যের প্রথম মহিলা পরিচালিত পঞ্চায়েতের দৃষ্টান্ত।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে মহিলারা অত্যন্ত সক্রিয়তার সঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পরিচালনায় তাঁদের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে চলেছেন। সমাজতাত্ত্বিকদের মতে, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে সামাজিক পরিবর্তনের এবং সামাজিক সচলতার পক্ষে এটি একটি অন্যতম উপাদান হিসেবে কাজ করেছে।